প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীচুর্ল ভচন্দ্র দত্ত, ৪ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, ৩০ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, ২৬ কালীসিংহ লেন, মির্জ্জাপুর। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস, ১৩ ষষ্ঠীরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শীল, ৩ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন শ্রীভগবান্‌চন্দ্র বসু, ৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। শ্রীধ্রুবকুমার শেঠ, আপার চিৎপুর রোড। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি এল্, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীহারাণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীকুমুদবন্ধু বসু, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নিয়োগী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন বি এ, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন বি এস সি, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন রায়, ঐ। শ্রীসারদাকুমার সেন বি এ, ৩৭ হ্যারিসন রোড। শ্রীকাশীশ্বর রায় বি এল, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ৫৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩২ বেণীয়াটোলা লেন। শ্রীনিত্যরঞ্জন সেন, এম এস সি, বি এল, ১৬ কপালিটোলা লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় লেন, জোড়াসাঁকো। শ্রীপ্রিয়নাথ রায়, ১৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, C/o Gramophone Co Ltd, বেলিয়াঘাটা। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ২ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৭।২ আরপুলি লেন। শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, Delivery Correspondence Department. জেনারেল পোষ্ট অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅমূল্যরতন দত্ত, ৭ ক্লাইভ রো। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাসগুপ্ত, ফটোগ্রাফার, কালীঘাট রোড। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় C/o মাতৃভাণ্ডার, ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, ঐ। শ্রীকিশোরীমোহন মৌলিক। কবিরাজ শ্রীহেমরঞ্জন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীশশিমোহন রায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৩০ বাছড়বাগান ২য় লেন। শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত, বোরাই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, ২৯৭ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত, C/o কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার। শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন, বহুবাজার। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বসু, ১২ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীনীরোদকৃষ্ণ রায়, ১২ টেমার্স লেন। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীনরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুকীয়া ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নাগ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, ৩৬ রামমোহন দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার এম এ, বি এল, কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার, ৫।৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীজিতেন্দ্রজিৎ সেন গুপ্ত, ৩ পণ্ডিতিয়া

রোড, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীআশুতোষ দে, ২ সাগর ধর লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এল, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীকুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০ ডকটর্স লেন। শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫।৬।৩ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত, ১৬ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীরামনাথ মিত্র, ৩০ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কুচবিহার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ, ঐ। শ্রীঅরুমন দাশ গুপ্ত এম এ, ঐ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ গুপ্ত, হেড মাষ্টার, জেনকিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীচিন্তাহরণ সেন গুপ্ত, পশুচিকিৎসক, ঐ। শ্রীভুবনমোহন দাশ গুপ্ত, শিক্ষক, মেকলিগঞ্জ হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি এ, শিক্ষক, জেনকিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, ঐ। শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল, নায়েব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, C/o ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, উকীল, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি এল, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাকুমার সোম, ঐ। শ্রীমদনমোহন বসাক, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীজানকীনাথ রায়, ৫২ কামারনগর, ঢাকা। শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এল, উকীল, তাঁতিবাজার, ঢাকা। শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবাসুকি লেন, ঢাকা। শ্রীইন্দ্রমোহন বসু, ২১৬ গোয়ালনগর, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রশেখর রায়, ১২৭ মালীতলা, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ তরপদার বি এল, নরিন্দা, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীপ্রিয়নাথ দাস, গোয়ালনগর, ঢাকা। শ্রীঅক্ষয়কুমার বসাক বি এল, ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস বি এল, উকীল, পুরাতন মোগলটুলী, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ১২৭ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহ, ৪ আসক লেন, ঢাকা। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু বি এল, সুত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, C/o সেন এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, চন্নিঘাট, ঐ। শ্রীতারণচন্দ্র মজুমদার বি এল, লালচাঁদ লেন, নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, ঐ। শ্রীভাগবতপ্রসন্ন শঙ্খনিধি, ঐ। শ্রীঅবনীমোহন সেন, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এল, মালীটোলা, ঐ। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি এল, ঐ। ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীপ্রসাদ রায় জমিদার, কাশীমপুর, ঐ। ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ফুলবেরিয়া রোড, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন, কামারনগর, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন দাস গুপ্ত, নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ঐ। শ্রীসুকুমার গুহ বি এল, উয়ারী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরতন গুহ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীহরিরাম ধর বি এ, পগোজ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, সম্পাদক, বিশ্ববার্ত্তা, ঐ। শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী বি এ, সম্পাদক ঢাকাপ্রকাশ, ঐ।

শ্রীঅনুকূল বসু, উকীল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন বি এ, শিক্ষক, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম এ, ঢাকা টেনিং কলেজ। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবদাক লেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, উকীল, মালীতলা, ঐ। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ, কিউরেটর, ঢাকা মিউজিয়ম। শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার বি এ, ইম্পিরিয়াল সেমিনারীর হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন এম এ, উকিল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্ত বি এ, নবকুমার ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন বি এ, হেডমাষ্টার, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক বি এ, উকীল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যভূষণ দত্ত বি এ, সম্পাদক ঢাকা গেজেট, ঐ। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ফরিদপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, ঐ। শ্রীমনোমোহন বরারি, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বরারি, ঐ। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র খাসনবিশ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন এম এ, হেড মাষ্টার, ঐ। শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন বি এল, হেড মাষ্টার, উপাসী। শ্রীসীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ফরিদপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীরণজিৎ সেন, ঐ। শ্রীরাজকুমার রায় জমীদার, ঐ। ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন রায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি এ, হেড মাষ্টার, পালং হাই স্কুল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি এ, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, বিষারিয়া, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, জজকোর্টের উকীল, বরিশাল। শ্রীপরেশনাথ সেন বি এ, জিলাস্কুলের হেড মাষ্টার। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি এ, ডিমনষ্ট্রেটর, বি এম্ কলেজ, ঐ। শ্রীভুবনমোহন সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীবামাচরণ মুখো-পাধ্যায়, বি এল, উকীল, ভোলা। ডাঃ শ্রীগুরুপ্রসন্ন গুপ্ত, ঐ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, রংপুর। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গুহ, ঐ। শ্রীকুমুদিনীকান্ত সেন জমিদার, বরিশাল। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীআশুতোষ সেন, হেডক্লার্ক, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নেত্রকোণা, ঐ। সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে বি এল, উকীল, জজকোর্ট, কুমিল্লা। শ্রীবসন্তকুমার সেন, সাব ওভারসিয়ার, কোহিমা (নাগা হিল)। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে, মিঃ ডি, এন দাস, বি এস সি, মানভূম। শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস্, হুগলী। শ্রীবিনোদবিহারী সেন, সেটেলমেন্ট অফিস, ময়মনসিংহ। শ্রীরেবতীমোহন সেন, বরিশাল। শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, গোয়ালনগর,

ঢাকা। শ্রীরাধারমণ পাল, বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, বি এল, শ্রীগণেন্দ্রকান্ত নাগ, ঐ। শ্রীঅম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীমন্মথ-নাথ দাশগুপ্ত, এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, খাগরা, বহরমপুর। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকান্ত সেন, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন কাব্যতীর্থ, নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, কামারনগর, ঐ। শ্রীগৌরাঙ্গহরি ধর উকীল, শাখারিবাজার, ঐ। শ্রীনীরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণিয়া। শ্রীক্ষীরোদাকান্ত সেন গুপ্ত, উকীল, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকান্ত সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এলাহাবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত, বি এ, হেডমাষ্টার, লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুল, কলমা, ঢাকা। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, জলপাইগুড়ি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, এল এম এস, মেডিকেল অফিসার, দার্জ্জিলিং। শ্রীতারাকুমার সেনগুপ্ত, বি এল, মেকলিগঞ্জ, কোচবিহার। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম এ, কোচবিহার। শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি এল, হেড ক্লার্ক, এবং সেরেস্তা-দার, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ষ্টেট কাউন্সিল, সাধারণ বিভাগ, কোচবিহার। শ্রীকেদারনাথ জোয়ারদার বি এ, ঢাকা। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি এল, হেডমাষ্টার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার। শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, উকীল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ বসু, উকীল, ময়মনসিংহ। শ্রীকুলদাচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত বি এল, উকীল, নোয়াখালী। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমীদার, "রায়হাউস", আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। শ্রীশ্যামাশঙ্কর দাশগুপ্ত, বি এল, উকীল, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাজার দেউড়ী, ঐ। শ্রীঅনন্তহরি বসাক জমিদার, কাটাবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, সুত্রপুর, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার সেন, বি এল, উকীল, বাংলাবাজার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখুটী বি এল, মুন্সেফ, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীশ্যামাচরণ সেন, এল এম এস, ময়মনসিংহ। শ্রীমনোমোহন দে বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক, দক্ষিণপাড়া, পণ্ডিতসর পোঃ, ফরিদপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, শিক্ষক, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার চন্দ বি এ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। ডাঃ শ্রীঅবনীমোহন দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সাবডিভিসনাল অফিসার, মগরা। শ্রীঅমূল্যকুমার সেন, ওয়ারী, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, পুরুলিয়া। শ্রীউমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীউমাচরণ সেন, বি এল, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন বি এল, উকীল, ভোলা। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু, সাবডিভিশন্যাল অফিসার, রাণাঘাট। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বরিশাল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, বি এল, উকীল, হাজারী। শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, কণ্ট্রাকটার, হাজারীবাগ। ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র

গুপ্ত এক বি, সূত্রপুর, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, পাবনা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্ট অফিস, ফরিদপুর। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বি এ, ডেপুটি জেনেরল পোষ্ট মাষ্টার, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ এম এ, বি এল, ১৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। শ্রীহেরম্বচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, ২০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্র-ভূষণ মিত্র, ১৮ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীবিশ্বরঞ্জন গুহ বি এল, উকীল, গণ্ডারিয়া, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু বি এল, উকীল, নয়াবাজার, ঢাকা। মিঃ জে, এন বানার্জ্জি, জয়দেবপুর, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, সাবডেপুটি কলেক্টর, কাঁদি, মুরশিদাবাদ। রায় বাহাদুর শ্রীনৃত্য-চরণ রায়, উকীল, বহরমপুর। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, কটক। রায় সাহেব শ্রীললিতমোহন সেন, ওয়ারী, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দিগবাজার, ঢাকা। রায় সাহেব শ্রীরাইমোহন সেন, রাজপুর। শ্রীপদ্মিনীভূষণ রুদ্র এম এ, অধ্যাপক, ঢাকা। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পাল লেন। শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীসুধীরঞ্জন সেন, ২৩।৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীবিমলকুমার রায় এম বি, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীরাখালদাস রায়, ১১ পদ্মনাথ লেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

Superintendent, Goverment Press, Madras—১। Annual Report of the Archaeological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1916-17.

Director General of Observations.—২। Report of the Administration of the Meteorological Department of the Goverment of India in 1916-17.

Superintendent, Government Printing, India.—৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1917. ৪। Do, August 1917. ৫। Do, September 1917. ৬। Patent Office Journal, July to September, 1917. ৭। Report of the Chief Inspector of Mines in India. for the year ending 31st December 1916.

Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—৮। Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the years 1914, 1915 & 1916. ৯। Annual Report of the Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1916-17. ১০। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1916. ১১। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June 1917. ১২। Report on Wards Attched and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. ১৩। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the

year 1916-17. ১৪। Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for the year. 1916-17. ১৫। Indian Education in 1915-16.

Supdt of Archaeologly, Hyderabad.—১৬। The Journal of the Hyderabad Achaeological Society, 1917. ১৭। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions, 1315F-1915-16 A. D. ১৮। The Daulatabad Plates of Jagadekamala, A. D. 1017.

Director of Statistics in India.—১৯। Review of the Trade of India in 1916-17. ২০। Statistics of British India, Vol. III, Public Health 1915-16. ২১। Annual Report of Statistics Relating to Forest Administration in British India 1915-16.

Director, Geological Survey of India.—২২। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVIII. Part. 1, 1917. ২৩। Do. Part 2, 1917. ২৪। Memoirs of Geological Survey of India Vol. XLII. Part 2.

Agricultural Adviser to the Govt. of India.—২৫। Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1916-17.

Secretary, Smithsonian Institution.—২৬। 31st Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1909-10 ২৭। A Contribution to the Comparative Histology of the Femur. ২৮। Preliminary Survey of Remains of the Chippewa Settlement on La Pointe Island, Wisconsin.

Secretary, Indian Science Association.—২৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III, Part II, 1917. ৩০। Do " " III " ৩১। Do " " IV " ৩২। Do " " V

Mr. A. J. Pugh এবং শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস। ৩৩। A Joint Address from Europeans and Indians to His Excellency the Viceroy and Governor General and the Right Honourable the Secretary of State for India.

Mr. H. G. Wyatt.—৩৪। Methods of School Inspection in England.

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী—৩৫। Elie-Metchnikoff and his studies of Human Nature. ৩৬। Fresh Water in Bengal. ৩৭। Fish and Mosquito-Larvæ.

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দেব—৩৮। Preservation of Cows.

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী—৩৯। Origin of the Durga Puja. ৪০। Hindu Philosophy.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৪১। Speeches and Minutes of the Hon'ble Kristodas Pal Ray Bahadur 1867-81.

শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত—৪২। An Account of the Principal Works of the Atreya School of Medicne—1917.

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়—১। সাধন-কণিকা, ২। সাধন-সংগ্রহ (২য় ভাগ), ৩। নীলাচলে ব্রজমাধুরী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার—৪। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত—৫। পাণ্ডবগীতা ও ভারত-সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম গুপ্ত—৬। শুভদৃষ্টি,

৭। ভালবাসা। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়চৌধুরী—৮। নিয়তি। শ্রীযুক্ত ডি এন্ চৌধুরী—৯। অপূর্ব্ব বিচার, ১০। নরনারী-জন্মতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১। ওঁ পিতা নোঽসি, ১২। শ্রীভগবৎকথা, ১৩। প্রাণের কথা, ১৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ১৫। আলাপ, ১৬। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষি-শিক্ষা, ১৭। আঁখিজল। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। পুণ্যপ্রতিমা। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ—১৯। স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—২০। স্বপ্ন, না পূর্ব্বজন্মস্মৃতি? ২১। ধর্ম্ম ও জ্ঞান। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—২২। তন্ত্রসার। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু—২৩। খাদ্য।

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী—১। চৈতন্যচরিতামৃত (আদি), ২। ঐ (মধ্য), ৩। ঐ (অন্ত্য), ৪। ঐ (আদি), ৫। ঐ (মধ্য), ৬। ঐ (মধ্য), ৭। গীতগোবিন্দ (সটীক), ৮। পদাঙ্কদূত (সটীক), ৯। ভগবদ্গীতা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—১০। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শান্তনচরণ বিশ্বাস—১১। পদকল্পতরু। ক্রীত পুথি—১২। গুণাত্মিকা, ১৩। রাগময়ী কণা, ১৪। রসামৃতসিন্ধু, ১৫। গোলোক-বর্ণন, ১৬। আত্মবোধ, ১৭। ঐ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। নামহীন সংস্কৃত পুথি (ব্রতমালা), ১৯। ঐ (দশকর্ম্ম-পদ্ধতি), ২০। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, ২১। শ্যামাস্তোত্র ও শ্যামাকবচ, ২২। বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক ও সূর্য্যস্তবরাজ।

৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৪, ১২ই জানুয়ারী, শনিবার অপরাহ্ণ ৫৷৹ টা

উপস্থিতি—

মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ সি এস্, আই এস ও, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু,

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীকৃষ্ণদাস মল্লিক, শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীসেখ হবিবর রহমান, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুকুল, শ্রীগোলোকেন্দ্রনাথ দে, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শ্রীসুধীরিন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (ঢাকুরিয়া), শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীদেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীশিবপ্রসাদ দেব, শ্রীরাধারমণ পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবেশ চৌধুরী, শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়, শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, (সম্পাদক), শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রথমে এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন,—এই সাহিত্য-পরিষৎ যখন অতি শিশু, তখন ইহা যাঁহার আশ্রয়ে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করায় বঙ্গ-সাহিত্যের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে অদ্য এই সভা আহূত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষাকল্পে চেষ্টা করার কথা আলোচনা হইলে আমার একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি এই, কোন সময়ে একজন কাশীবাসী ব্যক্তি তদীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কাশীধামে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দেখাইয়া, তাঁহার বন্ধুকে বলেন যে—"মাতৃস্তন্য পান করিয়া এই শরীরটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার মাতৃদেবীর নামে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্তন্য দুগ্ধের এক ধারের ঋণ বোধ হয় আমি পরিশোধ করিতে পারিয়াছি।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবমন্দিরটি ভূতলসাৎ হইল এবং আকাশবাণী হইল যে—"ওরে মূর্খ, মাতৃস্তন্য দুগ্ধের ঋণ কেহ কখনই পরিশোধ করিতে পারে না,

পরিশোধ করার চেষ্টা বৃথা।" পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার প্রয়াস প্রায় ঐ প্রকার। কিন্তু তথাপি আজ পরিষৎ যথাশক্তি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া বড় ভালই করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—আজ যে মহাত্মার স্মৃতি-সভায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তিনি পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবই অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার নামক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভাই পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে পরিবর্ত্তিত হয়। সাহিত্য-পরিষদের যে এত উন্নতি হইবে, ইহা তখন কেহই আশা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গালার স্থান হয় নাই—ইহা তখন অনাদৃত—উপেক্ষিত, এই সময়ে যিনি বাঙ্গালার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন উপমা দেওয়া যায় না। তিনি নিজ ভবনে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি ২য় বর্ষ হইতে ইহার সদস্য হইয়াছি এবং তখন হইতে সভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কার্য্যাবলীতে খুব তৃপ্ত হইতাম। কয়েক বৎসর পরে স্থির হয় যে, পরিষদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। পরিষৎ যখন নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহার যখন নাম-খ্যাতি হইয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা তিনি পরিষদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য স্থাপন করেন নাই—পরিষদের ও ইহার উদ্দেশ্য একই ছিল। তিনি এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতেন—অন্যকে দিয়া প্রবন্ধ লেখাইয়া পাঠ করাইতেন, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর নির্ম্মল পাণ্ডিত্য সাধারণের হিতার্থে ব্যবহৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিলা হইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উপাদেয় প্রবন্ধ লেখাইতেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আদর রাজা বাহাদুর যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অপর কেহ তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এমন কি, অনেক ইংরাজকেও তিনি ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে এই সভায় বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল—সে রকম লোক আজকাল দেশে বিরল। অমন বিনয়ী, রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ তিনি নিজে সভায় পাঠ করিতেন—অন্যে পড়িলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। যিনি এমন বিনয়ী, এমন সাহিত্যের পোষক, এমন সদ্গুণের আধার, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষদে থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়; তাহা সামান্য হইলেও আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আমি বক্তৃতা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া আসি নাই; সুতরাং বেশী কিছু বলিব না। যে মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের

জন্য দুই এক কথা বলিব মাত্র। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পরে পরিষদে তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইতেছে। ইহা আরও অনেক পূর্ব্বে হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, পরিষৎ যে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, এ জন্য ধন্যবাদ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না; কেন না, তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ উদার ছিল, তাহা এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত, তিনি তাহার কর্ণধার ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের নেতৃবর্গ জাতীয় জীবনের উপযুক্ত সাহিত্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃদের মনেও তাহা জাগরূক ছিল। তাহার সফলতার জন্য যে গৌরব, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদেরও তাহা প্রাপ্য। এইরূপ পুরুষরত্নের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। এ জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার নিকটে আমাকে পাঠান। আমি দুই দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি; দুই দিনই তিনি আমার নিকট পরিষদের সকল বিষয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিলাম যে সহস্র বিবাদ সত্বেও পরিষদের উপরে তাঁহার স্নেহ কমে নাই।

তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সহিত অনেক দিন ধরিয়া একত্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায় তাঁহার চরিত্র এবং কার্য্যাবলী দর্শন করিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্রে যাহা কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আজ আপনাদিগের নিকট বলিব। তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব—বিদ্যাচর্চ্চায় ও শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, হয় তিনি কিছু লিখিতেছেন অথবা পাঠ করিতেছেন। বিশেষতঃ ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই তিনি খুব পড়িতেন এবং পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবকে একত্রিত করিয়া ইতিহাস পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইউরোপীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাঁহারই জন্য। এই জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে সভাবাজার ডিবেটিং সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন। তখন কলিকাতায় এত সভা-সমিতি ছিল না—কাজেই সেই সভায় অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। সেই যে জ্ঞানচর্চ্চা, সেই যে উন্নতি, তাহারই পরিণতিতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হয়। এ জন্য তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু কিছু বলিয়াছেন। সাহিত্য-সভার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে যে জ্ঞানরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বাহির করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ

করা। তাহা ছাড়া ইহার আর একটি উদ্দেশ্যের কথা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন নাই। সে উদ্দেশ্য এই যে, এই সভায় তিনি ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা যতই সংস্কারের চেষ্টা করি না কেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দ্বারা তাহা যত দিন অনুমোদিত না হইবে, তত দিন সে সংস্কার-চেষ্টা সফল হবে না, সে সংস্কার হিন্দুসমাজে গৃহীত হইবে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেন। এই যে বিলাতযাত্রা লইয়া এত গোলমাল—প্রথমে ত কেহ বিলাতে যাইতেই চাহিতেন না এবং যিনি বিলাত হইতে আসিতেন, তাঁহাকেও কেহ সমাজে গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না। তিনিই প্রথমে এ সম্বন্ধে সভা করেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লইয়া বিলাতযাত্রা যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, তাহা সপ্রমাণ করেন। কায়স্থ-সমাজে আজকাল যে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি এক রকম চলিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারই চেষ্টায়—তাঁহারই উদ্‌যোগে। তিনি দেশের যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। তিনি বাঙ্গালায় বিজ্ঞান-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা তাঁহারই উদ্‌যোগে এবং যত্নে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার কোন পুস্তকই সম্পূর্ণ হইত না। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী। তাঁহার চরিত্রে দ্বিতীয় বিশেষত্ব পরদুঃখকাতরতা। পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলেই তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত—তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন। বাল্য বয়সেই তিনি "সভাবাজার দাতব্য-সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরের অন্নসংস্থান এবং আরও অনেক রকমে সাহায্য করা হইত। তিনি এই সভা হইতে ছাত্রদেরও অনেক সাহায্য করিতেন। তিনি যাঁহাদের লেখা-পড়ার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, এখন সেই সব লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণের নাম কখন লুপ্ত হইবে না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি পরহিত-ব্রত যতটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি, তাহা তাঁহারই সাহচর্য্যে এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া। শুধু মাসিক অর্থ-সাহায্য নয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে ভারতের যে কোন প্রদেশের অধিবাসীরা যখন বিপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে সভাবাজার দাতব্য সভার মধ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সভায় ২০ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমি একযোগে কাজ করিয়াছি। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য-ভাণ্ডারের অবশ্য পূর্ব্বের শ্রী আর নাই; তবে আমরা তাঁহার স্মৃতি লইয়া কোন রকমে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—মনের বল এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা; যাহা সচরাচর আমাদের দেশের লোকের মধ্যে মেলে না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। আমি একবার ব্রহ্মদেশে যাই, সে বার ব্রহ্মে বড় গোলমাল, ইংরাজরাজ সবে মাত্র ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছেন। আমি তখন মধ্যে মধ্যে সামরিক বিভাগের

কার্য্যও করিতাম। একজন ব্রহ্মবাসীর গুলিতে একটি উত্তরপশ্চিমপ্রান্তনিবাসী সৈন্যের আঙ্গুলে ক্ষত হয়; এমন ক্ষত যে, আঙ্গুল বাদ না দিলে চলিবে না। তাহাকে ক্লোরোফরম করিতে গেলে সে বলিল—একটা আঙ্গুল কেন, পাঁচটা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে আমার কিছুই হইবে না। কিন্তু আমি কখনই ক্লোরোফরম্ লইয়া বেহুঁস হইব না। তাহাই হইল, করাত দিয়া কর্ কর্ করিয়া বহু ক্ষণের পর আঙ্গুল কাটা হইল—সে ব্যক্তি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্ত করিল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঠিক এই রকম অদ্ভুত মনের বল দেখিয়াছি। একবার তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হয়—পিঠ যুড়িয়া একটা মালসার মত ব্রণ হইয়াছে, জীবন সঙ্কটাপন্ন। অনেক চিকিৎসার পর কাটাই ঠিক হইল—কিন্তু তিনি ক্লোরোফরম্ লইতে স্বীকার করিলেন না; বলিলেন—আপনারা আমার মনের বল দেখুন, যতক্ষণ ইচ্ছা, আপনারা অস্ত্র চালান, আমি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্তও করিব না। ঠিক তাই; এক ঘণ্টা ধরিয়া ব্রণ কাটা হইল, ব্রণের অধিকাংশ ভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল, তিনি স্থির রহিলেন। আমরা তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার আর এক সৎসাহসের পরিচয় পাই, কলিকাতায় প্লেগের সময়। তখন সকলেই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে। গবর্মেণ্ট বলিতেছেন, তোমরা পলাইও না; প্লেগের টীকা লও, তাহা হইলে আর প্লেগের ভয় থাকিবে না। এ কথা কেহই শুনিতেছে না। সকলেই কলিকাতা ছাড়িতে উৎসুক। রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতে কখন প্লেগ হয় না এবং বিনয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই বাহিরে যে কোন জায়গায় সপরিবারে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না এবং সকলে যাহাতে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্লেগের টীকা লয়, সেই জন্য তিনি নিজে সহধর্ম্মিণী ও পুত্র-কন্যাদিগের সহিত প্লেগের টীকা লইলেন। আমরা বলিলাম, আপনার টীকা লইবার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমি টীকা লইলে সকলে বুঝিবে যে, ইহাতে কোন ভয় নাই; তখন অনেকেই এই টীকা লইবে। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত যে কত মহৎ, তাহা আপনারা সকলে বুঝিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা মনে হইলে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সব কথা বলিতে পারিলাম না—আরও অনেক বক্তা আছেন; তাঁহারা বলিবেন। আর একটা কথা বলি। তাঁহার বন্ধু-বৎসলতা অসাধারণ ছিল—বন্ধুর জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার কপট বন্ধু অনেক জুটিয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত যে তিনি কত অশান্তি, অর্থব্যয় এবং অসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সহায়তা করিতে কখনই পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসর যাবৎ পরিচয়। তাঁহার গুণের কথা বলিতে গেলে আমাকে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিমহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন, —রাজা বিনয়কৃষ্ণ বহু দিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মরণকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার

আয়োজন হইয়াছে। এ সভায় তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় অল্প সময়ে ঘটনার রেখায়, শ্রদ্ধার তুলিকায় এবং ভাবের বর্ণে স্বর্গীয় রাজার যে বর্ণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমি অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। অনেকে বলিয়াছেন—রাজা বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা' বলিলে সত্য অসম্পূর্ণ থাকে। তিনিই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার মানস-দুহিতা না হইলেও তাঁহারই পালিত কন্যা। কথাটা এই, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য একবার দেওঘর গিয়াছিলেন। সেইখানে বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। সাহিত্য-পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবুর মনে বরাবরই সংকল্প ছিল। তিনি তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ভবনে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ রাজনারায়ণের মানসপুত্রী—রাজা বিনয়-কৃষ্ণের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ ইহার ধাত্রী হইয়াছিলেন। পরিষৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি ইহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন ও 'অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন' করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন—একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী এবং লিওটার্ড নামক একজন ইংরেজ তাঁহার সহযোগী ছিলেন—তখন ইহার নাম ছিল "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার।" এই সভা হইতে প্রথমে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির হইত; বোধ হয়, লিওটার্ডই তাহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিবার জন্য সভা, কিন্তু সেই সভা এবং তাহার মুখপত্র পরিচালিত হয় ইংরাজী ভাষায়, এই বিষয় লইয়া তখন নব-প্রতিষ্ঠিত একখানি মাসিকে এই উদ্ভট ব্যবস্থার প্রতিবাদ—বিদ্রূপগর্ভ কঠিন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ তখন ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পর এই সভার সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়। এই সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এবং তিব্বত-পরিব্রাজক শরচ্চন্দ্র দাস আমাকে সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তখন আমি ইহার সভ্য হই নাই। পরে আমি সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ পরিষৎকে লালন ও পালন করিতেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাঁহার বিশেষত্ব চিরকাল দেখিয়াছি। রাজা বাহাদুর একজন চমৎকার অর্গানাইজার (organiser) ছিলেন—'অর্গানাইজ' অর্থাৎ সংঘ-বদ্ধ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; ইহা আর কেহই পারিতেন না। আজ তাঁহার স্মরণ-সভায় একটা শোচনীয় ঘটনার কথাও বলি। স্নেহবশতঃ পরিষৎকে যেমন তিনি সস্নেহে লালন-পালন করিতেন, আবার তেমনই সময়ে সময়ে তাড়নাও করিতেন। স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে এবং হয় ত কল্যাণ কামনা করিয়াই, পরিষৎকে সুপথে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তিনি চাণক্যের উপদেশের অপর

অংশেরও অনুবর্ত্তী হইতেন। কিন্তু অনেকে তাহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন, আজ তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; সত্য গোপন করিবার কোনও কারণও নাই। এই জন্যই তখন পরিষৎ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। যে অবস্থায় আমরা পরিষৎকে উঠাইয়া আনি, আজ বুঝিতেছি, তিনি যদি তাহার মূলে সংহতিশক্তি না দিতেন, তবে তাহা এইরূপ একটি বাস্তব অনুষ্ঠানে পরিণত হইত না। পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করিয়া তিনি সহৃদয়তা ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সে আদর্শ কখনও ভুলিতে পারিব না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কাজের জন্য তিনি তাঁহার অপ্রিয় ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন, কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিয়োগ এবং তাঁহার সাহচর্য্য করিয়াছেন। আমরা যদি পরিষদে তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, তবেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখিতে পারিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—অনেকেই রাজা বিনয়কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাহার অতিরিক্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিব না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেওঘরে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে উপদেশ দেন। তিনি অনেককেই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। বিনয়কৃষ্ণকে যে উপদেশ দেন, তাহাতেই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বহু দিবসের পর পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের দিন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। যদি না আসিতেন, তবে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। তিনি যে আসিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত। সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সেবী, সকলেই রাজাবাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা মতভেদের কথা ভাবিব না। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিব। আমি সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমানে সাহিত্য-পরিষদের যাঁহারা ধুরন্ধর, তাঁহারাই ইহার সব নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রও এক দিন আমরা এইখানে দাঁড়াইয়া কোনও এক সন্ধ্যায় সমালোচনা করিব। আমাদের মতভেদ চিরকাল থাকিবে না—কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ চিরকাল থাকিবে। যখন সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তার লাভ করিবে—যখন দেশের সাহিত্য ও চিন্তার স্তম্ভস্বরূপ পরিষৎকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তখন সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-দাতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব ও গৌরব সেই সঙ্গে লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহার দান এবং ছাত্রদের জন্য মঙ্গল কামনা জানিতে পারি। তিনি কলিকাতার উত্তর-বিভাগের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে ১৩০০০৲ টাকা দান করেন; সেই দানই মার্কাস স্কোয়ার নির্ম্মাণের বীজ-স্বরূপ। সকলেই জানেন, মার্কাস স্কোয়ার হইতে ছাত্রদের কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আমি এমন কাহাকেও জানি না, যিনি রাজা বাহাদুরের সংশ্রবে আসিয়া তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার যে সব গুণ ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিকট পরিষদের যে ঋণ, তাহা অশোধ্য। তাঁহার বাড়ী হইতে যাঁহারা পরিষৎকে তুলিয়া আনেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তথাপি আমি বলি, পরি-ষদের কাহাকেও মনে করিতে হইলে, তাঁহাকেই অগ্রে মনে করা উচিত। তিনি পরিষদের জননী না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ইহার মা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত হইয়া আজ পরিষৎ দাঁড়াইতে চলিতে শিখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজাই হউন, আর দ্বারকায় বংশবৃদ্ধিই করুন, নন্দঘোষ যে তাঁহার পালক পিতা, তাহা কখন ভুলিবার নয়। পরিষদের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে আজকাল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হইয়া-ছেন, ইহা অনেকটা তাঁহারই উৎসাহে। বস্তুতঃ পরিষৎ তাঁহার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠায় দেরি হইয়াছে বটে, তথাপি এত দিন পরে যে পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহার অশোধ্য ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আনন্দিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন,—রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আমি সে সব কিছুই বলিব না। আমি বলি, ছেলের নাম রাখিবার সময় পিতা প্রায়ই কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম রাখিয়া থাকেন। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের পিতা কি করিয়া তাঁর ঠিক নামটি রাখিয়াছিলেন? তিনি নামেও যা, কাজেও তাই। আমরা যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তিনি আমাদিগকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। দুঃস্থ দরিদ্র সাহিত্য-সেবী-দিগকে তাঁহার মত অমন আর কেহ যত্ন করেন নাই।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গে ১৮৮৮ সালে আমার প্রথম পরিচয়। আমি জীবনে যে সব বন্ধু লাভ করিয়াছি, তাহার অনেকই তাঁহার জন্য। সে কালের বড় লোকদের বৈঠকখানায় পণ্ডিত, লেখক, বক্তা, গায়ক প্রভৃতি সব থাকিত, তাহারা বড় লোকের সঙ্গে যেন জড়াইয়া থাকিত, বড়লোকেরা তাদের সাহায্য করিতেন। সমাজ-জীবনের এই যে একটা কেন্দ্র, ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য—বিবেচনা সমস্তই ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া যখন ঝগড়া, তখন আমি রাজা বাহাদুরের পক্ষে ছিলাম; আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, পরিষৎকে তোলা উচিত নয়। যাহা হউক, তিনি পরিষদের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে এখানে

আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে আয়োজন হইয়াছে, ইহা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বিনয়কৃষ্ণ কি ছিলেন, সাহিত্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, ইহা আজকালকার যুবকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা না হইলে—ছাই-চাপা দিলে চলিবে না। এই যে সব ছবি দেখিতেছি, ইহা কেন? ইহাঁরা এক একজন জাতীয় ভাবের পুরোহিত—জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণশৃঙ্খল। তাই ইতিহাস খুলিবার জন্য—জাতীয় ভাবের উন্মেষের জন্য এই সব চিত্র আমরা রাখিয়াছি। আজ যদি রাজা বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-সভায় এই ঘর লোকে পূর্ণ দেখিতাম, তবে বড়ই আনন্দ হইত। সাহিত্য-পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবে; কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে যে ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত, তাহা এখানে হয় না। প্লেগের সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ টীকা নিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিতে পারি নাই। আর একটি কথা বলি। প্লেগের সময় সকলেই পলাইতে ব্যস্ত, কিন্তু ট্রেন পায় কই? ষ্টেশনে ভারি ভিড়, শিশু ও রোগীরা খেতে পায় না, জল পায় না, পথ্য পায় না, ঔষধ ত পায়ই না। রাজা বাহাদুর যাত্রীদের এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঔষধ, পথ্য, খাবার, জল প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন গ্রে ষ্ট্রীট দিয়া একটি প্লেগের মড়া লইয়া যাইতেছে। বাহকেরা অনেক দূর হইতে বহিয়া আনিতেছে, আর পারে না—একেবারে অচল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও আমি সেই পথ দিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ দৃশ্য দেখিয়াই তাহাদের কষ্ট বুঝিলেন এবং সমস্ত বিষয়েই বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্য যে সমাজ-সংহতি ছিল, তাঁহারা একে একে সব চলিয়া গিয়াছেন। সে রকম লোক আর হইতেছে না। যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আমাদের জন্য এত করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কেবল চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে হইবে না। তাঁহার মহত্ত্ব—তাঁহার চরিত্র দেশবাসীকে না বুঝাইয়া দিলে লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে আধুনিক লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ অশেষ প্রকারে ঋণী। তাই পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ছবি আটকাইয়া রাখিয়াই তাঁহার ঋণ পরিশোধ না করেন। সে পক্ষে যাহা ভাল কর্ত্তব্য, তাহা পরিষৎ করুন—যাহাতে তাঁহার স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে উদয় হয়।

সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—এই সভায় উপস্থিত হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই অনেক কাজ ফেলিয়া বহু পূর্ব্বেই আমি উপস্থিত হইয়াছি। কেন না, ভাবিয়াছিলাম, একটু বিলম্ব করিয়া গেলেই গিয়া এমন জনতা দেখিব, যাহাতে পরিষদের সহকারী সভাপতির পক্ষেও অতি কষ্টে একটু স্থান লাভ করা অসম্ভব হইবে। আমার এ অনুমান মিথ্যা হইয়াছে; ইহা আমার দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য। আমার আরও দুর্ভাগ্য, বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-চিত্র উন্মোচন-সভায় আমায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইল। সাধারণ-বিজ্ঞাত কারণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সম্ভব ও

উচিত নয়। সুতরাং আমি বেশি কিছু বলিব না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, কয়েক জন ছাড়া প্রায় সকল আত্মীয়ই তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিতেন। ইহা সত্ত্বেও কোন সংকার্য্যেই তিনি কখন পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। পরিষৎ হইতে তাঁহার স্মৃতি-সভার যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রুফ যদি আমি দেখিতাম, তবে তাহাতে আমি তাঁহার বর্ণনায় "সাহিত্য-সেবী" লিখিতাম না—"সাহিত্যিক-সেবী" লিখিতাম। সাময়িক সাহিত্যের তিনি যে কত উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখিবার বিষয়। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি যে অদৃঢ়, ইহা তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দেন নাই এবং তাঁহার দূরদর্শিত্বের প্রমাণ পরে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমি তাহাতে যোগ দেই নাই। ইহাতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট হন নাই; বরং সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আর এক কথা, বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে—রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যে সাহিত্যসাধনা-প্রবৃত্তি এখন বাড়িয়াছে, ইহা পরম সন্তোষের কথা; ইহা তিনিই আনয়ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। পরিষদে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আবরণ উন্মোচন-কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ভ্রম-সংশোধন

২৩শ বার্ষিক, ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম ঐ অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমবশত মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে সেই নামগুলি ও প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীগুরুদাস সরকার, সদস্য—শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, সিটীকলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি, ৪৯ চাউলপটি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। শ্রীকিশোরীপ্রসাদ জয়সওয়াল এম্ এ (অক্সন), ব্যারিষ্টার, বাঁকীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসিদ্ধকুমার বসু, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশিবরাম মৈত্র, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বালিয়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৫৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
„ সত্যানন্দ বসু বি এল্
„ অনন্তনারায়ণ সেন
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
„ জগদ্বন্ধু মোদক
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ সি এস্
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ বিজয়লাল দত্ত
„ চারুচন্দ্র বসু
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ব্যারিষ্টার
„ সরলকুমার বসু
„ সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
„ পাঁচকড়ি দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ বি এ
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
„ আশুতোষ মহলানবীশ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রামহরি ভড় বি এল
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ গৌরিহরি সেন
„ রমণীমোহন ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ শক্তিসাধন বিশ্বাস
„ কবিরাজ মথুরানাথ কাব্যতীর্থ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ হরপ্রসাদ মজুমদার
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি
„ বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ
„ শ্যামাপদ রায়
„ অনাথনাথ ঘোষ
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
„ গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি ই
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ ডাঃ ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
„ নগেন্দ্রকুমার রায়
„ বসন্তকুমার রায়
„ অক্ষয়কুমার বসু
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
„ ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
„ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
„ অতুলচন্দ্র সেন
„ প্রসন্নকুমার সরকার
„ হৃষীকেশ মিত্র
„ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ বিনোদবিহারী দত্ত
„ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
„ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শচীন্দ্রনাথ বসু
„ সিদ্ধেশ্বর দাস
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
„ রামকমল সিংহ
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক) অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন। ৪ (ক)। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর। ৬। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (খ) কবি ৺রজনীকান্ত সেন ও (গ) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের চিত্র। ৮। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৯। ত্রিপুরা ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্থাপন-সংবাদ। ১০। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩ ও ৫৯, ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১১। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য। ১৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১৪। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ১৫। শোক-প্রকাশ—(ক) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, (গ) চারুচন্দ্র মল্লিক, (ঘ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক, (ঙ) প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, (চ) রামকমল রায় বি এল, (ছ) হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (জ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ১৬। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত ১০ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ কোন সভায় পঠিত বা গৃহীত হয় নাই। অতএব উহা এই সভায় পঠিত ও গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহারা আরও প্রশ্ন করিলেন যে, উহা পূর্ব্বে কোন মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় নাই কেন?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত

হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণীমধ্যে প্রেস কমিটির সদস্যগণ একসময়ে যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এবং এই ঘটনার উল্লেখ করা হউক। ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহারা কবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বলিলেন যে, গত কল্যকার সভায় তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ বলিলেন যে, এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্ববৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে থাকিতে পারে না। সভায় সমবেত সদস্যগণের মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বোধন পাঠ করিলেন (ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ২৩ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পরিষৎকে উপহার দিলেন।

৪ (ক)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্ষশেষে সভাপতি অবসর গ্রহণ করেন, এই জন্য তিনিও অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—শুনিলাম, যোগ্যতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অদ্যকার সভাপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি-পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ

সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২৩শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ২৩ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
		২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
		৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
		৪। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
		৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে টি, কে সি এস আই, কে সি আই ই
		৬। মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
		৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
		৮। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
		সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
		সহকারী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	„	১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
		২। „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
		৩। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
		৪। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		৫। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
		পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		ধনাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
		গ্রন্থাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	"	" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		ছাত্রাধ্যক্ষ
"	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার	" কালিদাস নাগ
		চিত্রশালাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	" মৃণালকান্তি ঘোষ	" নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ
		আয়ব্যয়-পরীক্ষক
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
		২। " উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ (গ)। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪। " নগেন্দ্রনাথ বসু
৫। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
৬। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৭। " যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
৮। " রমাপ্রসাদ চন্দ
৯। " রমেশচন্দ্র মজুমদার
১০। " ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১২। " হেমচন্দ্র সরকার
১৩। " পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
১৪। " মন্মথমোহন বসু
১৫। " বাণীনাথ নন্দী
১৬। " যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১৭। " মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
১৮। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। " কেশবচন্দ্র গুপ্ত
২০। " ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত

এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। " বোধিসত্ত্ব সেন
৩। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ
৪। " নবকৃষ্ণ রায়

৫। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ২৩শ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বজেটের মধ্যে হাওলাত টাকার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে বজেট গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিলে, স্থির হয়, উহার বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)
২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ
৩। „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কুচবিহার)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে উক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা হইল,—

(১) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র
(২) রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র
(৩) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্রোমাইড

এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রথমখানি রাজসাহী জোয়াড়ীনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় ও ৩য়খানি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত ১ম ও ৩য় চিত্রের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়া কৃষ্ণনগরে ও ত্রিপুরা কুমিল্লায় পরিষদের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

১০, ১১ ও ১২ আলোচ্য বিষয় সময়াভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য কর্ত্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীমূর্ত্তি ও ৩ খানি পুঁথি প্রদর্শন করিলে প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক উক্ত দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইল।

১৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (গ্রন্থতালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

১৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

১৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

১। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
২। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (মালদহ)
৩। চারুচন্দ্র মল্লিক
৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
৫। প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ
৬। রামকমল রায় বি এল
৭। হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

১। তপতী
২। আদিশূর ও বল্লালসেন
৩। পৃথ্বীরাজ
৪। পল্লী-সমিতি-দর্পণ
৫। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত
৬। নটেন্দ্রলীলা কাব্য
৭। অবসর-সরোজিনী
৮। কতিপয় কবিতা
৯। গোয়েন্দা-কাহিনী, নং ২
১০। আচা-ভুয়ার বোম্বাচাক
১১। বিলাতী সতী
১২। সুরা-সারোদ্ধার
১৩। মোদকোৎপত্তি
১৪। কতিপয় কবিতা (ইংরাজী অনুবাদ সহ)
১৫। সমর শায়িনী
১৬। বড় রসামোদ নাটক
১৭। ভারত অধিকার
১৮। গোলে বকাবলী
১৯। কাপ্তেনবাবু
২০। কেরাণী-চরিত
২১। বাপ রে কালি
২২। বিল-বিভ্রাট, পঞ্চরং, ১ভাগ
২৩। প্রণয়-কুসুম
২৪। অবোধ প্রবোধ
২৫। যুবরাজের অভ্যর্থনা
২৬। গোহত্যা ও গোরক্ষা
২৭। মিত্র-বিলাপ কাব্য
২৮। ভারতে যবন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল

২৯। মেঘদূত
৩০। আশ্রম

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

৩১। বিধবার ছেলে
৩২। ধর্ম্মজীবন, ১ম খণ্ড
৩৩। ঐ ২য় ,,
৩৪। ঐ ৩য় ,,

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন

৩৫। রামদাস-গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ষড়ঙ্গী

৩৬। দম্পতির ধর্ম্ম-বৈষম্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

৩৭। দরিদ্রের ক্রন্দন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮। ধর্ম্মপাল

৩৯। প্রচীন মুদ্রা, ১ম ভাগ

৪০। স্তবক

৪১। গুচ্ছ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৪২। কাঞ্চনমালা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৪৩। জ্ঞানযোগ

৪৪। কর্ম্মযোগ

৪৫। ভক্তিযোগ

৪৬। রাজযোগ

৪৭। ভক্তিরহস্য

৪৮। ধর্ম্মবিজ্ঞান

৪৯। পরিব্রাজক

৫০। ভাববার কথা

৫১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

৫২। বর্ত্তমান ভারত

৫৩। পত্রাবলী, ১ম ভাগ

৫৪। ঐ ২য় „

৫৫। ঐ ৩য় „

৫৬। চিকাগো-বক্তৃতা

৫৭। ভারতে বিবেকানন্দ

৫৮। কথোপকথন

৫৯। শ্রীরামানুজ-চরিত

৬০। সাধু নাগ মহাশয়

৬১। মদীয় আচার্য্যদেব

৬২। পওহারী বাবা

৬৩। নিবেদিতা

৬৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৬৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাষ্ট স্তবমালা

৬৬। সন্ন্যাসীর গীতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার

৬৭। নদীয়া-মাধুরী

৬৮। শ্রীগৌরাঙ্গ

৬৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্যরামায়ণতীর্থ

৭০। শ্রীমদ্‌গোমঙ্গলম্

৭১। হরিপ্রেমামৃতং

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

৭২। নব যুগের সাধনা

৭৩। Glempses from the Life-story of Sasipada Banerjee.

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

৭৪। প্রণয়-প্রলাপ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়

৭৫। লয়

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য

৭৬। ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৭৭। চারুচর্য্যাশতক

৭৮। প্রার্থনা (১ম ভাগ)

৭৯। অর্ঘ-পুষ্প

৮০। মঙ্গল-নির্ঘোষ

৮১। সত্যনারায়ণের পাঁচালী

৮২। কৃষিতত্ত্ব

৮৩। কৃষি-পদ্ধতি (১ম ভাগ)

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৮৪। উপনিষৎ (১ম খণ্ড)
৮৫। উপনিষৎ (২য় খণ্ড)
৮৬। আর্য্যধাত্রীবিদ্যা (১ম খণ্ড)
৮৭। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব (১ম ভাগ)
৮৮। আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা
৮৯। বিষ্ণুপুরের ৺কালীমাতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত
৯০। পূজা
৯১। প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা (১ম)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

৯২। পদ্মমালা (১ম ভাগ)
৯৩। ঐ (২য় ভাগ)
৯৪। ঐ (৩য় ভাগ)
৯৫। নাগাশ্রমের অভিনয়
৯৬। মনোমোহন-গীতাবলী
৯৭। হিন্দু আচার-ব্যবস্থা
৯৮। দুলীন

প্রদাতা—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৯৯। বীরবাণী
১০০। দেববাণী
১০১। পাণিনির মহাভাষ্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ

১০২। মন্দির
১০৩। শ্রীহরিলীলারসামৃত-সিন্ধু (১ম ভাগ)
১০৪। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫। কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর

১০৬। চীবর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

১০৭। নীলদর্পণ
১০৮। নবীন তপস্বিনী
১০৯। লীলাবতী
১১০। বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো
১১১। জামাইবারিক
১১২। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ
১১৩। সুরধুনী কাব্য
১১৪। দ্বাদশ কবিতা
১১৫। পদ্যসংগ্রহ
১১৬। দীনবন্ধুজীবনী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১১৭। অশ্রুধারা
১১৮। বিধিপ্রসাদ
১১৯। ভীষণ প্রতিশোধ
১২০। পলাশীর সূচনা
১২১। বঙ্গলক্ষ্মী
১২২। গতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট

১২৩। স্নেহলতা
১২৪। শ্রীএকাদশী বা ভক্তিবিন্দু

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী

১২৫। উদ্ধব-সংবাদ
১২৬। সরল সঙ্গীত বা হারমোনিয়ম শিক্ষা, ১ম ভাগ
১২৭। ঐ, ২য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দস্তিদার

১২৮। সরল যোটকবিচার-শিক্ষা
১২৯। স্বাস্থ্য, সুখ ও চিরযৌবন লাভের সহজ উপায়
১৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তাহার প্রতিকার
১৩১। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩২। সতী সুকন্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত

১৩৩। দেশের গান
১৩৪। অর্চ্চনা
১৩৫। সতীপ্রশস্তি
১৩৬। নির্ঝর
১৩৭। কাকলী
১৩৮। ঘনরামকাহিনী
১৩৯। মোহিনী মায়া
১৪০। আর্য্যনীতিবিজ্ঞান, (১ম পাঠ)
১৪১। বিধবা দর্শনে ও পুনভূ
১৪২। মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের জীবনচরিত
১৪৩। পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
১৪৪। সটীক বৈষ্ণব আচার-রত্নাবলী
১৪৫। প্রাণের টান
১৪৬। সমাজ-সমস্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত

১৪৭। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর-দর্শন, (১ম ভাগ)
১৪৮। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু

১৪৯। স্বায়ত্বশাসন (২ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

১৫০। মার্কিণযাত্রা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ

১৫১। বিশ্বশক্তি
১৫২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী
১৫৩। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্
১৫৪। পাগল
১৫৫। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর
১৫৬। বর্ত্তমান জগৎ; (১ম ভাগ)
১৫৭। ঐ (২য় ভাগ)
১৫৮। বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী
১৫৯। চান্দেলী, (১ম খণ্ড)
১৬০। সোনার দেশ, (১ম খণ্ড)
১৬১। গন্‌শা
১৬২। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র
১৬৩। কমলা
১৬৪। পাগল হরনাথ, (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোস্বামী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৫। ধর্ম্মসূত্র, তত্ত্ববাদ
১৬৬। „ রাধাতত্ত্ব-রাসলীলা
১৬৭। সাধক-সহচর
১৬৮। হেমচন্দ্র
১৬৯। কুন্তলীন-পুরস্কার, (১২শ ও ১৩শ)
১৭০। চঞ্চলা
১৭১। রত্নোদ্ধার
১৭২। অমৃতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩। বীরপূজা
১৭৪। বাহাদুর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১৭৫। মাধবী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

১৭৬। মূর্চ্ছনা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী

১৭৭। শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৭৮। পোষ্যপুত্র
১৭৯। বাগ্‌দত্তা
১৮০। মন্ত্রশক্তি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ মৌলবী জমিরুদ্দিন

১৮১। ইসলামী বক্তৃতা

১৮২। ইস্লামী সভ্যতা

১৮৩। আসল বাঙ্গালা পদ্মন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু

১৮৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব

১৮৫। রামায়ণ, ৭ম কাণ্ড

১৮৬। দিগ্‌দর্শন, এপ্রিল ১৮১৮, মার্চ্চ ১৮১৯ এবং জানুয়ারী ১৮২০, এপ্রিল ১৮২০

১৮৭। লিপিমালা

১৮৮। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণ

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৮৯। জ্যোতিঃহারা

১৯০। চিত্রদীপ

১৯১। উল্কা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ

১৯২। মোমতাজ, ২য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র

১৯৩। কোরক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত

১৯৪। ছায়াময়ী

১৯৫। বসন্তোৎসব

১৯৬। অহিংসাদিগ্‌দর্শন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

১৯৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ

১৯৮। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯। নুরজাহান

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২০০। শুভকর্ম্মে গন্ধ ও পদ্ম

২০১। মুরজ মুরলী

২০২। জীবন বীমা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩। স্রোতের ফুল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

২০৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত

২০৫। কৃষ্ণচরিত

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২০৬। সংসারচক্র

২০৭। সোনার স্বপন

২০৮। তোমারই

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০৯। গোধন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২১০। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

২১১। শতদল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

২১২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য

২১৩। আত্মতত্ত্বপ্রকাশ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়

২১৪। কবিকথা, (১ম খণ্ড)

২১৫। মরণ-রহস্য

২১৬। প্রতাপাদিত্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ

২১৭। সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২১৮। ঐ ঐ ঐ ৩য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

২১৯। চট্টগ্রামের বিবরণী ও ভৌগোলিক ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঠাকুর

২২০। মুরলী

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২২১।	কালীকুসুমাবলী
„ পান্নালাল জৈন	২২২।	ন্যায়দীপিকা (জৈনগ্রন্থমালা, ১০)
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২২৩।	শৃঙ্গারতিলকম্
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৪।	আহ্নিকতত্ত্বমালা
Supdt. Govt. Printing, India	২২৫।	Loan Exhibition Antiquities Coronation Durbar 1911.
	২২৬।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Dec. 1915.
	২২৭।	Patent Office Hand-book.
	২৭(ক)।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Jany. 1916.
	২২৮।	Do Feb. 1916.
	২২৯।	Do March ,,
	২৩০।	Do April ,,
	২৩১।	Statistics (tables relating to Banks in India.)
	২৩২।	Annual Archæological Report 1912 to 1913.
	২৩৩।	Do Part 1st. 1913 to 1914.
	২৩৪।	Indian Archæological Policy 1915.
	২৩৫।	Statistical Abstract of Public Health 1913—1914.
	২৩৬।	Indian Education in 1914—1915.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৩৭।	Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for 1914—15.
	২৩৮।	Resolution Receiving the Report on the Working of the District Boards in Bengal 1914—1915.
	২৩৯।	Report on Public Instruction in Bengal for 1914—15.
	২৪০।	Supplement to the Report on Public Instructions 1914—15.
	২৪১।	Notifications and Orders relating to the War in force Bengal.
	২৪২।	Annual Progress Report on Forest Administrations in Bengal 1914—15.

	২৪৩।	An Introduction to the Grammar of the Tibetian Language with the Texts of situp, sumtag etc.
	২৪৪।	Report on the Working of the Municipalities in Bengal 1914-15.
	২৪৫।	Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1915.
	২৪৬।	Publications of the Department of Education 1911-15.
	২৪৭।	Proceedings of the Board of Forestry.
	২৪৮।	Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Dept. in Bengal 1915.
	২৪৯।	Annual Report on Royal Botanical Garden and of the Gardens in Calcutta and Darjeeling 1915—16.
Under Secy. to the Govt. of India Commerce and Industry	২৫০।	Report on the Weights & Measures Committee 1913—14.
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৫১।	A Short History of the Indian Kayasthas.
Under Secy. to the Govt of India Education Dept.	২৫২।	Report of the Central Indiginous Drugs Committee Vol. I.
	২৫৩।	The Second Report of the Indigenous Drugs Committee.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্সা কলেজ, কটক।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এ, পি সি এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর, মাদারীপুর।
"	"	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চীফ্ একাউণ্টাণ্ট, মিউনিসিপাল করপোরেশন, রেঙ্গুন।
"	"	রায়বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ময়মনসিংহ।
"	"	মাননীয় নবাব নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী, দি প্যালেস্, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত বি এ, পি সি এস, সাবডিভিসনাল অফিসার, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, ব্যাকরণতীর্থ, এম্‌এ, ৭৪।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটী, যশোহর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩ বসুপাড়া লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদুর্গাদাস সরকার ৮ মহেশচন্দ্র দত্ত লেন, আলিপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬২ বেলগেছিয়া রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ তাঁতিবাজার রোড, ইটালি।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিদাস বিদ্যানিধি, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ হাজিপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ বসু ওভারসিয়ার, ডিঃ বোর্ড, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার—কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট্, সুরসন্দ, মজঃফরপুর।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, হুগলী কোর্ট, চুঁচুড়া।
"	"	শ্রীদীননাথ সেন বি এল, উকীল, চুঁচুড়া।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, ট্রেনীং কলেজ, হুগলী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ্র হলদিয়া, দুর্গাপুস্তকালয়ের সম্পাদক, ঢাকা।
শ্রীঅমৃতলাল বসু	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দশ আনীর এষ্টেট, সাতক্ষীরা, খুলনা।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, এম্ এ ডি, এস্ সি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
" ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি
" কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
" সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" বামাচরণ মজুমদার
" দুর্গাদাস ত্রিবেদী
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ রায়
" সুরেন্দ্রনাথ সেন
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত
" মহম্মদ এয়াকুব আলি	" সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
" আহম্মদ আলী	" বসন্তকুমার রায়
" মহম্মদ আব্দুল লতিফ্	" গোলাম মোস্তেফা
" মাহম্মদ মণিরুজ্জমান	" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী	" মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
" রাজেন্দ্রনাথ বসু	" অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস্	" শ্রীশচন্দ্র বসু
" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	" কমুদবন্ধু রায়গুপ্ত
" সত্যচরণ বসু এম্ এ	" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" সুরেশচন্দ্র দেব	" করুণাচন্দ্র মজুমদার
" শান্তিসাধন বিশ্বাস	" প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুরী	" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল	" পুলিনবিহারী দত্ত
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	" মণীন্দ্রনাথ মিত্র
" রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	" হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
" অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য	" বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
" হেমচন্দ্র ঘোষ	" ললিতমোহন বসাক
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	" ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" রামকমল সিংহ	" দুলালচন্দ্র মিত্র
" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	" গিরিজাভূষণ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

" মৃণালকান্তি ঘোষ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩, ৫৯ ও ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৪। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-

পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২ খানি প্রাচীন ইষ্টক, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত ১ খানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য এবং (গ) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত মথুরামণ্ডল হইতে আনীত দুই হাজার বৎসরের পুরাতন কতকগুলি প্রস্তরের ভগ্ন নারী হস্ত, নারী-মুণ্ড, গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন। ৭। শোক-প্রকাশ ;—রসিক-লাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

সভার কার্য্যারম্ভে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলিলেন,—"আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইল। ডাক্তার বসুর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইহার কর্ণধার। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, জ্ঞান ও বিশ্লেষণা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাকে কর্ণধাররূপে পাইয়া পরিষদের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি যে তাঁহাকে আজ অভ্যর্থনা করিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। কেন না, আমি তাঁহার ছাত্র। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ডাক্তার বসু তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান ও প্রতিভা পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন সমুন্নতির পথে চালিত করিবেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গ ও এই আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বসু সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমার দার্জ্জিলিং যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্ব্বে জুলাই মাসে দার্জ্জিলিংএ আমি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শরীর ভাল নহে বলিয়া আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে আমি অসমর্থ। অবশেষে শুনিলাম যে, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। আমার যতদূর শক্তি, আমি এই কার্য্য উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় হয় ত বহু পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে এই গুরুতর কার্য্যভার প্রদান করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, যখন এই ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন আমি যথাসাধ্য এই সভার উন্নতিসাধনে আমার শক্তি নিয়োজিত করিব।

প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্প দিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

ফারসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষৎকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা Politicianদের ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোক মাত্রেরই কেমন একটা ভক্তির ভাব আসে Academyর সৌন্দর্য্যে ও মহত্ত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষৎ-গৃহে আসলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড় লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগ্‌ড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্ত্তি। একটা কমিটি করিতে হইবে। Artএর জন্য বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভার দিতে হইবে। রাখালবাবু Antiquity সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখিবেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জনকে বই সাজাইবার ভার দিতে হইবে। পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন। বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপহার হিসাবে বা অন্য কোন উপায়ে পরিষদের বইগুলি বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারী মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

তারপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, পরিষদের পক্ষ হইতে আমিও ডাক্তার বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্যই ডাক্তারের বাধা সত্ত্বেও ডাক্তার বসু মহাশয় পরিষদের কর্ণধারের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পরিষদের সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি বাড়িতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক ত আছেনই, কিন্তু তিনি একজন বড় শিল্পী (Artist)। তাই প্রথমেই সেই দিকেই দৃষ্টি প'ড়েছে। পরিষদের পার্শ্বে সাত কাঠা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে "রমেশ-ভবন" হইবে, তাহা কত দিনে হইবে, জানি না। কিন্তু মাল-মস্‌লাগুলি যাহাতে ঠিক্ থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পরিষৎ যাহাতে রমণীয় ও কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ২৯ জনে মিলে "নিছাবর ব্রত" অবলম্বন করে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা তুলে দিলে, আর ডাক্তার বসুর ১০০৲ টাকা যোগে ঐটে ৩০০০৲ টাকা হবে। তাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। তখন সভাপতি মহাশয় এসে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পিঠাপুলি বিতরণ করিবেন। সুখের বিষয় এই, কয়েক জন এই ভার গ্রহণ করেছেন।*

ডাক্তার বসু শীঘ্র সভা ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয় আমার

---

* তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ সুলেখক ছিলেন ; নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাহার নিদর্শন আছে। সরলতা ও সাহিত্য-সেবার জন্ত তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। আমি প্রস্তাব করি—"বঙ্গীয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, পরলোকগত রসিক-লাল রায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নানা সন্দর্ভ লিখিয়া ও ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে আভরণ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীলাল রায় বি এ মহাশয়কে পরিষৎ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলিলেন,— রসিকলাল বাবু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসার কথা শুনিতে পাই। তিনি সরল ও উদার ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ছিল। তিনি বহুতর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর মাসেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবন আদর্শস্বরূপ।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সময়ে "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম"—যাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রথমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে দান করেন। তখন আমরা জানিতাম যে, এই পুস্তক এক খণ্ডই আছে। পরে লালগোলার রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয় হইতে আমরা এই পুস্তকখানির ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে পাই। তাঁহারই ইচ্ছামত ও তাঁহার আনুকূল্যে এই পুস্তকের হাজার কপি করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের সময় রচিত হইয়াছিল ; এই জন্যই বোধ হয়, ইহার নাম "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম" হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নাম ৺কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর। লালগোলার রাজা বাহাদুর নিজে ১০০ খণ্ড তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাকী ৯০০ শত খণ্ডের স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু নানা পণ্ডিতগণের সাহায্যে এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। শুনিতেছি, ইহার ৪র্থ ভাগও নাকি আছে।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে পুস্তক সম্পাদনের জন্য নগেন্দ্রবাবুকে এবং এই পরিষদের জন্য ঐ দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সময়ে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া ডাঃ বসু মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিয়মাবলীর আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনগুলি প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ পরিবর্ত্তনগুলি গৃহীত হইল।

১৩ (খ) দ্রষ্টব্য :—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(৫৯) দ্রষ্টব্য :—এই নিয়মান্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সদস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। (২৫) ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩৯) (ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোন প্রস্তাব প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইলে, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না।

(খ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্ত্তী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

(৫৩) নিয়মে মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পর "বার্ষিক অধিবেশন" যোগ করিতে হইবে।

(৬৭) (ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি এ হিসাব-পরিদর্শক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ হউক। ডাঃ গফুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। রামেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহার সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য কার্য্য-

নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক এবং যেখান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওখানকার শিলালিপির পাঠ যাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় তীর্থ ভ্রমণকালে মথুরামণ্ডল হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের কতকগুলি ভগ্ন নারীহস্ত, নারীমুণ্ড ও গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে যথাবিধি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

১। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত টাকা দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(ক)	ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০৲
(খ)	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০০৲
(গ)	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০০৲
(ঘ)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
(ঙ)	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
(চ)	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	১০০৲
(ছ)	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১০০৲
(জ)	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০০৲
(ঝ)	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
(ঞ)	„ বামাচরণ মজুমদার	১০০৲
(ট)	„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ঠ)	„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ড)	„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲
		১৩০০৲

২। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র	১। রাক্ষস-রহস্য
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২। অর্জ্জুন
" চিত্তসুখ সান্যাল	৩। মহাভারত (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
	৪। বিদ্যাসুন্দর (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
" কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ	৫। উৎস
	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
" ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী	৭। কলিকাতা-রহস্য (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
	৮। ললাট লিখন
	৯। সতীপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি
	১০। দার্জ্জিলিঙ প্রবাসীর পত্র
	১১। বসন্ত-গাথা
	১২। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা
	১৩। মৃত্যুর পর জীবন
	১৪। অবকাশ-লহরী
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৫। আহেরিয়া
	১৬। রামানুজ
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭। প্রাণের কথা
	১৮। ওঁ পিতা নোঽসি
	১৯। শ্রীভগবৎকথা
	২০। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা
শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র চৌধুরী	২১। নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	২২। Report on Emigration from the Port of Calcutta to the British and Foriegn Colonies.
Superintendent Govt. Printing, India.	২৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, May 1916.
Officer in Charge. Bengal Secretariat, Book Depot	২৪। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs 1915.

Supdt. Govt. Printing, Burma.	২৫।	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma for the year ending 31st March, 1916.
Officer in Charge Bengal Secretariat Book-Depot.	২৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1915-16.
Registrar Calcutta University	২৭।	Calcutta University Minutes, Part VIII. 1913.
	২৮।	Do. Part VI. 1915.
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	২৯।	Vernacular literature of Bengal before the introduction of English Education.
Supdt. Govt. Printing, India		Patent Office Journal, April to June, 1916.
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot.		Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1915-16.

পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	১।	জৈমিনি ভারত (দ্বিজ অভিরাম)
	২।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধর দাস)
	৩-৪।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধারী দাস)

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১১ কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্ উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চন্দ্র ২৪৩ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্ চালতা বাগান, কলিকাতা।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৩, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" নিখিলনাথ রায় বি এল্
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" রাধারমণ বিদ্যাভূষণ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" উমাচরণ ঘোষ
" প্রমথনাথ মিত্র
" নিমাইকিশোর গোস্বামী
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" শরচ্চন্দ্র সিংহ
" জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়
" শান্তিসাধন বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" শিখিভূষণ সরকার
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" অম্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্
" ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩১২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল, (গ) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) হেমেন্দ্রমোহন বসু ও (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ১২শ বর্ষের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন ও দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনসমূহের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে কার্য্য-বিবরণগুলি গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। কৈলাসবাসিনীর পতিদান ও গণেশের জন্মাখ্যান
	২। বৌবাবু
	৩। গোকুল-লীলা
	৪। গুইকোওয়ার নাটক
	৫। হৃদয়-লহরী (কাব্য)
	৬। ভারতে রাজপূজা
	৭। সুখ
	৮। উপহার-কুসুম
	৯। শরৎকুমারী
	১০। লয়লা-মজনু
	১১। কানন-বালা
	১২। ভালবাসা
	১৩। বসন্তকুমারী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ ভাগ
„ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	১৫। ক্লিওপেট্রা
	১৬। সমাজ-চিত্র
	১৭। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থকুমার মজুমদার	১৮।	ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
" স্বামী সত্যানন্দ	১৯।	অনুভূত যোগসাধন
" সুরেন্দ্রকুমার বসু	২০।	বকুল
	২১।	সুরভি
" গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২২।	মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩।	চপলা, ২ খানি
	২৪।	অনিলা বা বর-বদল, ২ খানি
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫।	Select Revelation of St. Mechtild. The Isle of Wright. The All-Indian Ayurvedic Conference, Seventh Session—Madras—1915.
Secretary, Smithsonian Institution	২৬।	Report on Wind Tunnel experiments in Acrodynamics. Cambrian Geology and Paleontology. The Sense Organs on the Mouthparts of the Honey Bee.
Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle.	২৭।	Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1915.
Curator, Peshawar Museum.	২৮।	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1915—16.
Director, Geological Survey of India.	২৯।	Records of the Geological Survey of India, Vol. XLVI pt. 2, 1916.
Superintendent, Govt. Printing, India.	৩০।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩১।	Fifty-fourth Annual Report of the Government Cinchona Plantation and Factory in Bengal, for the year 1915—16. Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal, with brief notes for the year 1915.

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৫।১ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
"	"	শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক, হ্যালফোর্ড স্মিথ এণ্ড কোং, ১ মিশন রো।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, ষ্টাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।
"	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব এম্ এ, ৬৩।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা।
"	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ গোঁসাই গলি, বাগবাজার।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী সেখ আবদর রহিম, 'মোসলেম-হিতৈষী'র সম্পাদক, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
"	"	মুন্সী আবদুল হাকিম, ঐ ঐ।
"	"	ডাঃ আবদুল্লা আলমামুন সোহাওয়ার্দ্দি এম্ এ, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, ৩ ওয়েলেস্‌লি ১ম লেন।
"	"	মৌলবী মণির-উজ্‌জমান, ২৯ অপার সার্কুলার রোড।
"	"	মুন্সী মোহাম্মদ মোজম্মেল হক, শান্তিপুর, নদীয়া।
"	"	মৌলবী রেয়াজদ্দিন আহম্মদ, দলগ্রাম, কুচবিহার, রঙ্গপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী আফ্‌সারুদ্দিন আহম্মদ, ২১ আন্টনিবাগান লেন।
"	"	মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব, লাহাবাবুর কাছারী, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
"	"	ডাক্তার আবদুল হাদি খাঁ, খৃষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার, মাথাভাঙ্গা, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ কে চাঁদ, চীফ্‌ একজামিনার্স আফিস, এক্‌স্‌পেনডিচার সেক্‌সান, ই, বি, রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	সৈয়দ মোহাম্মদ ইস্‌রাইল, ৭ নর্থ শিয়ালদহ রোড।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ৮।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এম্‌ এ, ১২।১৩এ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীলাড্‌লিমোহন মিত্র এম্‌ এ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীবীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৪৬ বলরাম বসুর লেন, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীযামিনীকান্ত সোম, মরিগেট, গোওানালা, দিল্লী।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ, ৩১ রাজচন্দ্র সেন লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, পবাহাটী, ঝিনাইদহ, যশোহর।
"	"	শ্রীকুমারশঙ্কর রায়, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, ১৫৬।২ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল, জজকোর্টের উকিল, কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	"	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল, জমিদার, হুগলি।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।

৪। (ক) অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে মোট ৭৮৪ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১৮ খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-সমষ্টির নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়া তদন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংখ্যাও দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকাদির সহিত তিনি নানা সাময়িক পত্রের সারগর্ভ প্রবন্ধাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে পরিষদে এরূপ আলোচনার নিয়ম নাই এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সহিতও পরিষদের দায়িত্ব নাই। ইহাতে প্রবন্ধ-কারের নিজের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তালিকায় সকল গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উল্লেখের সুযোগ হয় নাই; সেই জন্য এই তালিকা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ নহে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"অমূল্য বাবুর প্রবন্ধস্থ সমালোচনার জন্য মতামত সম্বন্ধে পরিষৎ দায়ী নহেন। এই সমালোচনায় অনেক প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে। ইহা তাঁহার নিজের মত। আজ পরিষদে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার সময় নাই এবং আবশ্যকও নাই। আমি নিজেই অনেক স্থলে প্রবন্ধ-কারের সহিত একমত নহি। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে পারেন। আমরা বারান্তরে এরূপ প্রবন্ধের উপযুক্ততা বিবেচনা

করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমরা সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, অমূল্য বাবুকে তাঁহার বহু পরিশ্রমে লিখিত প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪ (খ)। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না। প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ভাল করিয়া শুনা আবশ্যক বোধে উহা বারান্তরে পঠিত হইবে বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের এই অধিবেশনে "জন্মভূমি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির জীবনীর সহিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "মহাভারত নাট্যকাব্য" নামক বিরাট নাট্যগ্রন্থ "সোনার স্বপন" ও "তোমারই" নামক গীতিনাট্য ও নাটিকা প্রভৃতি রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুললিত-গান-রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ৪০ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। গান-রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বিরাট মহাভারতখানিকে নাটকাকারে গ্রথিত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অষ্টাদশপর্ব্বের মধ্যে ২৬১৭ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র আদি ও সভা পর্ব্বদ্বয় নাট্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। হরিসাধন বাবু লিখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সমূল তিনি পড়িতে ভাল বাসিতেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি "অন্ধবিলাপ" নামক একখানি পদ্যময় নাটিকা রচনা করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ও আজন্ম বিলাসক্রোড়ে পালিত; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; নিজে গান রচনা করিয়া, নিজে সুর দিয়া, নিজেই তাহা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। মহাভারত নাট্যকাব্য তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। মহাভারত নাট্যকাব্য ব্যতীত তাঁহার রচিত আর দুইখানি নাটিকা ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল—"সোনার স্বপন" ও "তোমারই"। শেষোক্তখানি অভিনীত হইবার দুইদিন পূর্ব্বে কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় বন্ধু ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যার্থ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের জন্য আবশ্যক গীতগুলি রচনা করিয়া দেন। প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার যে স্মৃতি-রক্ষা করা হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

অতঃপর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন যে, "প্রফুল্লচন্দ্রকে আমি বিশেষ ভাবে জানিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়-বাড়ী-প্রস্তুত-কারকের মধ্যে একজন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান বাঁধিতেন। তাঁহারা তিন পুরুষে সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যখানি যদি কেহ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হয়।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ ছিল, সঙ্গীত-রচনায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলিতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "মহাভারত নাট্যকাব্য"খানি সম্পূর্ণ করিতে হয়।"

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। তৎপরে (ক) ৺গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ৺ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, (গ) ৺বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) ৺হেমেন্দ্রমোহন বসু নামধেয় সদস্যগণের ও (ঙ) খ্যাতনামা সাহিত্যিক ৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মীয়গণের নিকট পরিষদের সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩২৩, ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, ব এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্
„ রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এল সি ই
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস সি (ব্যারিষ্টার)
„ ডাঃ অমুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ্ ডি
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যোগেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত বি এ
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যাদবগোবিন্দ রায়
„ শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার রায়
„ ললিতমোহন পাল
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
„ হিমাংশুশেখর লাহিড়ী
„ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ মথুরানাথ বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ রজনীকান্ত পাল
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ জগবন্ধু হালদার
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ পান্নালাল দাস
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় | শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ | ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ," (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় তাঁহাদের গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রবন্ধের আলোচনা করুন।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পুস্তক প্রকাশের কাল-সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে ১৭৩৪ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া, উহার প্রকাশকাল ঠিক নিরূপিত হওয়া কঠিন। আমার ধারণা, এই পুস্তকখানি ১৭৩৪ খৃঃ রচিত হইয়া থাকিলেও উহার প্রকাশকাল ১৭৪৩ খৃঃ। ১৭৩৭ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়াল নগরীর একজন পর্ত্তুগীজ Augustinian মিশনারী বঙ্গভাষা ও পর্টুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন "Compendio dos Misterios da Fee, ordenand em lingua Bengalla"। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Creper Xaxtrer Orth bhed" এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Cathecismo da Doutrina Christaa" লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি এবং ইঁহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন্ হইতে প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডিতাংশ আছে, উহার চতুর্থ পৃষ্ঠার ভাওয়ালের নাম লিখিত

আছে। পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত্তুগীজ অনুবাদ আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ—Bengal Past and Present 1914, No 17, pp 40-63 পৃষ্ঠায় আছে। ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে Francis Xavier লিখিত "Catecismo de Doctrina" নামক একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের পুস্তক গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত Father Manoelএর এই পুস্তকের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচারাধীন। এই পুস্তকের ভাষার সহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার সহিত অনেক মিল আছে। তবে ঐ জেলার কোন্ অংশের সহিত ঠিক মেলে, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"এই পুস্তকের টাইটেল পেজ না থাকিলেও যখন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (Dedication) ১৭৩৪ খৃঃ লিখিত আছে, তখন অমূল্য বাবু ১৭৪৩ খৃঃ পুস্তকের প্রকাশকাল বলিয়া কেন নিরূপণ করিতেছেন, তাহা ভাল বুঝা গেল না। Grierson সাহেব কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, ঢাকার ভাওয়াল নগরীতে পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জা আছে—পুস্তকের ভাষা ঐ অঞ্চলেরই বলিয়া বিশেষ বুঝা যায়।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন—"পুস্তকের Dedication পৃষ্ঠার অনুবাদ করিবার সময় আমি প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে ছিলাম। উহাতে ১৭৩৪ সালই আছে। Xavier রচিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত। উহা বাঙ্গালা নহে।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"এই প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। তবে ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, উহা ভাওয়াল অঞ্চলেরই ভাষা। ঐ অঞ্চলে অনেক পর্ত্তুগীজ বাস করিত। তাহারা অনেক দেশীয় লোককে Baptised করিয়াছিল। ঐ স্থানে পর্ত্তুগীজদের অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে। ভাওয়ালের রাজার ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল সম্পত্তি মৌরুশী গ্রহণ করেন। আমি সেই জন্য ঐ বিষয়ের কাগজ-পত্রের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহা হইতে জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজেরা ঐ প্রদেশে আপন ভাষা চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রকৃত আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ উচ্চারণের বেশ ব্যবস্থা আছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে উহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তবে মিশ্র আরবীতে স্বরবর্ণ উচ্চারণের ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনেকে খাঁটি আরবীতে ঐ দোষ অনুমান করিয়া থাকেন।

"এখনও ইউরোপীয়গণ ভাষা-সম্বন্ধে একটি Character চালাইতে ইচ্ছুক। Roman Character চালাইতে এখনও বিশেষ চেষ্টা আছে।

"Phoneticএর ইতিহাস থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা অসম্ভব। কারণ, প্রতি জেলায় প্রভেদ আছে। তবে চেষ্টা করা উচিত ও ভাল।

"প্রবন্ধলেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই আলোচনার সুবিধা হয়।"

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার গোচরার্থ বলিলেন, যে (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, "বিগত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রশালার প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণী চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

(খ) আর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থান পরিবর্ত্তনে শূন্য হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

৩। তৎপরে বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার, ২০ গোপীমোহন বসাকের লেন, ঢাকা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, C/o শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ৭৯ লিণ্টন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মুন্সী আবদুল লতিফ, C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী নজরদ্দিন আহম্মদ সাহেব, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী কাজী সামসুল আমির, মোক্তার, বর্দ্ধমান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	B. Krishnappa Esq Hon. Secretary, Karnataka Sahitya Parishad, Bangalore.
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আর, আর, ইন্ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই সি এস, Asst. Collector, Dharwar, Bombay Presidency.
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৮ কুমারটুলী লেন।
"	"	শ্রীসুধীরকুমার হালদার আই সি এস্, Asst. Collector, Sahora, Bombay Presidency.
"	"	শ্রীখগেন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২০ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কাইটাইল পোঃ, কামালপুর গ্রাম, ভায়া কেওুয়া, ময়মনসিংহ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীউমাচরণ দাস, ২৮ কানাইলাল ধর লেন।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, ৪৬ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায়, ইটালি।
"	"	ডাঃ শ্রীঅমুকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	"	রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, এল্ সি ই ৩।১ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৪।২ শাঁখারীপাড়া রোড।
"	"	শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরজতচন্দ্র সেন, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
"	"	পণ্ডিত শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, ৮১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
„	„	ডাক্তার বি, গাঙ্গুলী এম্ বি, ২৭।৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার।
„	„	শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ১৬২।১ অপার চিৎপুর রোড।
„	„	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীতারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল, ২৭ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, ৬১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীগদাধর মল্লিক এম্ এস্‌সি, বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, মনোমোহন থিয়েটার, ১৪ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	ডাঃ জে এন্ কাঞ্জিলাল, এম্ বি, ৩ মদন মিত্র লেন।
„	„	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু, উকীল, ২ গোবর্দ্ধন দাস লেন।
„	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৫।১২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ

প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ এইচ্. ই স্কুল, রাণীগঞ্জ।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	১। বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ
„ যোগেন্দ্রনাথ দে	২। বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবী সভার ১৫শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ
„ সম্পাদক, কায়স্থ-সভা	৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৪। হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি
Supdt. Government Printing, India	৫। Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1915.
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency, for the year 1915.
	৭। Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal, 1915.
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮। Report of the Grand Aurvedic Exhibition, Muttra, 1913. A.D. in Hindi.
„ ললিতমোহন বসাক	৯। Principles of Surgery in Hindi. Practice of Surgery in Hindi. Do in Urdu.
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (ভাগবতাচার্য্য)

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ৩রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (সভাপতি)

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়
শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ (বেলুর মঠ)
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" শান্তনুচরণ বিশ্বাস
" মহেন্দ্রনাথ মহান্তি
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" মন্মথনাথ রায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" গৌরহরি সেন
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" রামকমল সিংহ
" সাতকড়ি সাহা
" অমরনাথ মল্লিক
" কুমুদরঞ্জন রায়গুপ্ত
" সিন্ধুকুমার সরকার
" পরমানন্দ আচার্য্য
" কল্যাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" চণ্ডীচরণ চন্দ্র
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" অমিতাভ বসু
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" সিতাংশুভূষণ মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ;— (ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ

সম্বন্ধে মন্তব্য।" ৫। প্রদর্শন—কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রদত্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি সদাশিব-মূর্ত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) ৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত সি এস্, (গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি, (ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, (চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ এবং (ছ) ৺নবসুন্দর বর্দ্ধণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহার পাইয়া পরিষৎ উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। [তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সময়োপযোগী বলিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা বলা চলে—কোন্ শব্দের কোন্ বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার মীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক 'কুসীদ' শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুরূপ নানাপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোন্‌টি শুদ্ধ, তাহা কে মীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু 'প্রাকৃত' শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, 'সর্ব্বনাম' ও 'ক্রিয়ার' ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একই গ্রন্থকারের পুস্তকে এইগুলির যদি পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে কি বুঝা যাইবে? বিভিন্ন বিভক্তি পাইলে যোগেশ

বাবুর মতে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বা উল্লেখ করা উচিত। লিপিকরের ভাষা শোধিত করিতে হইলে তাহা জানিয়া করা উচিত।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি রীতিমত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কাল কিঞ্চিদধিক ১৫।১৬ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই যে বিশেষ সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত পুথিগুলি সম্পাদিত হইতেছে, এ কথা সর্ব্বথা বলা চলে না। পুথি সম্পাদন বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি মত শুনা যায় ;—কেহ কেহ বলেন—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং", অন্য দলে বলেন — নানা পুথি মিলাইয়া গ্রন্থলেখকের অনুমোদিত বানান স্থির করিয়া ও পাঠান্তরাদি দিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পুথি সম্পাদন করা উচিত। প্রথম মতটি সমীচীন নহে। ইংলণ্ডে এই কার্য্য চলিতেছে। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। প্রথম, গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকরের বাসস্থান, কাল প্রভৃতি জানা আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে গ্রন্থ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য হইবে। পাদটীকা ও ভূমিকায় এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। যোগেশ বাবু এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিবার জন্য ও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন,—শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০।১৫খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকরের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—প্রাচীন পুথির সম্পাদনকালে সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য, পুথিখানি বার বার পাঠ করা। আদর্শ পুথির বহুস্থলে সেগুলিও বহু বার পাঠ করা উচিত। অনেক অনুসন্ধানের পর তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আজকালকার সম্পাদিত অনেক পুথিতে বড় বড় ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদর্শ পুথিগুলি যে সম্পাদক কর্ত্তৃক ভাল করিয়া পঠিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—পুথি-সম্পাদনের অনেকগুলি রকম আছে। প্রথমে একখানি পুথি বা অনেকগুলি পুথি দেখা আবশ্যক। পুথি নূতন, কি পুরাতন, জানা আবশ্যক—পুথিখানি প্রকাশ করিবার আবশ্যক আছে কি না, জানা উচিত। তারপর পুথি

প্রকাশের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধটির আলোচনা, উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। পরিষদে ও পরিষদের শাখাসমূহে আজকাল অনেক পুথি সংগৃহীত হইতেছে। কতকগুলি প্রকাশ করা উচিত। প্রথম যুগে যাহা হইয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এক দল বলেন, প্রাচীন পুথি পাইবা মাত্রই ছাপান উচিত, অন্য দল বলেন,—ছাপাইবার উপযুক্ত কি না ও আবশ্যক আছে কি না, বিচার করিয়া ছাপান উচিত। উভয় পক্ষের অনেক যুক্তিও আছে। এখন আলোচনার কাল আসিয়াছে, পুথিগুলি প্রকাশ করিবার বিচার আবশ্যক। একটি বিচার-সভা গঠিত হওয়া উচিত। পরিষৎ পুথি-প্রকাশ বিচার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রদত্ত একটি "সূর্য্য-মূর্ত্তি" ও একটি "সদাশিবমূর্ত্তি" প্রদর্শিত হইল। প্রদাতাকে এই দুইটি প্রাচীন শিলামূর্ত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য "বিশেষ" অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হইবে, স্থির হইল। উপস্থিত সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজের বিদ্যাবত্তা, আচার, বিনয় ও সৌজন্যের কথা মনে হইলে তাঁহার অভাবে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব ছিল। এ দিকেও তিনি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সুপণ্ডিত এবং বেদান্তাদি দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে শুনিয়াছি। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'সাহিত্যসংহিতা', 'সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার সৌখ্যে আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে বড়ই অশুভজনক।

(খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত—স্বনামখ্যাত গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি প্রথম যুগের সি এস্, ব্যারিষ্টার হইয়া পরে লিগাল রিমেম্ব্র্যান্সার হন। শেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং কর্ম্মাবসানে বরোদারাজ্যের Prime minister নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'রমেশ-ভবনের' Patron হইবার জন্য ইনিই বরোদার মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

(গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি—ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, ৺শিশিরকুমার ঘোষ ও ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র আঁকাইয়া ইনি পরিষদে দিয়াছিলেন। পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কিছু দিয়াও গিয়াছেন।

(ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু)—ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি পরিষদের বন্ধু ছিলেন। নটকুলচূড়ামণি ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ইনি মুস্তফী মহাশয়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারই আলয়ে মুস্তফী মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

(ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ—ইনি অল্প দিন হইতে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

(চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ—ইনি হাওড়ায় স্কুলবিশেষের পণ্ডিত ছিলেন। সদস্য হইয়া অবধি ইনি পরিষদের নানা অধিবেশনে ও সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন।

(ছ) ৺নবসুন্দর বর্ম্মণ—ইনি পরিষদের রঙ্গপুর-শাখারও সদস্য ছিলেন ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ইঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	১। ছিন্ন হার
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ	২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
„ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৩। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী
	৪। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস
„ শ্রীজীব দেবশর্ম্মা	৫। দ্বৈতোক্তি-রত্নমালা
„ ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৬। গোভিল-গৃহ্যসূত্রম্ (৩ খানি)

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৭। আর্য্যভটিয়ম্
	৮। স্থায়দর্শনম্ (২ খানি)
	৯। সূর্য্যসিদ্ধান্ত
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০। Great Britain's Measures against German Trade. The Germans at Louvain
Registrar, Calcutta University	১১। Calcutta University Minutes Part VII 1915. Do. Calendar Part. III. 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	১২। Statistical Abstract for British India Vol. IV. Administrative, Judicial and Local self Government 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	১৩-১৪। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July and August, 1916.
	১৫। Indian Wheat and Grain Elevation.
Director of Statistics	১৬। Statistics of British India, Vol. V. Education. 1914-15. Review of the Trade of India in 1915-16.
Secretary, Smith Sonian Institution.	১৭। A list of the Birds observed in Alaska and North-eastern Siberia during the Summer of 1914.
	১৮। *Arequipa Pyrheliometry.*
	১৯। Descriptions of a new genus and eight new species and subspecies of African Mammals.
	২০। Physical Anthropology of the Lenape or Delawares and of the Eastern Indians in general.
	২১। Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1915.
	২২। On the distribution of radiation over the Sun's Disk and new evidences of the Solar variability.
	২৩। The Pyranometer—an instrument for measuring Sky-radiation.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Secretary, Smith Soniam Institution.	২৪।	Three new Africans shrews of genus Crocidura.
	২৫।	The Ordaz and Dortal expeditions in search of El-Dorado, as described on Sixteenth century Maps.
	২৬।	Opinions rendered by the International Commission on Zoological nomenclature.
Supdt. Govt. Printing, India	২৭।	Report on the Administration of the Metrorological Department of the Govt. of India in 1915—16.
Dy. Supdt. Survey of India Dehra-Dun	২৮।	The Pendulum operations in India and Burma 1908 to 1913.
Supdt. Archæological Survey, Madras.	২৯।	Annual Report of the Archæological Department Southern circle, Madras, 1915-1916.
President, Advisory food Committee.	৩০।	Report of the Calcutta Advisory food Committee for the period ending 31st July, 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩১।	Report on Sanitation in Bengal for the year 1915.
	৩২।	Annual Statistical Returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1915–16.
	৩৩।	Administrative Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1915-16.
	৩৪।	Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1915-16.
Supdt. Govt. Montype Press	৩৫।	Annual Returns of Statistics relating to Forest Administration in British India 1914-1915.
Registrar, Calcutta University.	৩৬।	Calcutta University Minutes Part VIII. 1914. Do Part. I. 1916. Do Calendar Part I. 1916.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Press, Madras.	৩৭।	The Progress report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy Southern circle for the year 1915-16.
Supdt. of Archaeology, Hyderabad State.	৩৮।	Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominious $\frac{\text{1323-24F}}{\text{1914-15. A. D.}}$
Director, Geological Survey India.	৩৯।	Records of the Geological Survey of India Vol. XLVII, Part 3. 1916.
	৪০।	Memoires of the Geological Survey of India Vol. XLIII, Part, 2.
Professor of Sanskrit, Deccan College.	৪১।	Descriptive Catalogue of the Collection of Sanskrit Manuscripts in the Government Library.

প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীআশুতোষ সরকার বি এ, বি টি শিক্ষক, আরমানিটোলা গভর্ণমেণ্টস্কুল, ঢাকা।
"	"	শ্রীসুধাংশুমোহন মিত্র বি এ, বি টি ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি এ, বি টি ঐ ঐ।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু বি এ হেড মাষ্টার, জোড়াদহ উ, ইং, স্কুল।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ সহঃ প্রধান শিক্ষক, এচ আই স্কুল, সন্তোষ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ ৯ নেবুবাগান লেন, বাগবাজার।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজষ্টেট, ৪৭।১ নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর।
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীনৃসিংহদাস বসু বি এল ছাতিরকুল, কোন্নগর, ই, আই, আর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় বি ই এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কান্দিয়া, আহমদপুর, কালনা রেলওয়ে, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীননীগোপাল বসু বি ই ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণপাড়া, কোন্নগর।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল ঘোষপাড়া, কোন্নগর।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক, কোন্নগর হাই স্কুল, কোন্নগর।
শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিভূষণ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত বি এ ৪৩ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ গুলু ওস্তাগরের লেন।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মল্লিক পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দালাল ১০ ভৈরব মুখার্জ্জি লেন, বেলগেছিয়া।
"	"	শ্রীআমিনদ্দিন মহম্মদ আড়দ্দার, ট্রামডিপোর সম্মুখ, বেলগাছিয়া।
"	"	শ্রীকানাইলাল দাস ৩ মহেন্দ্রবসুর লেন, শ্যামবাজার।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে ৯ কুণ্ডুর লেন, পোঃ বেলগেছিয়া।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	"	ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম্ বি, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি এ কিষণগঞ্জ হাই স্কুল, কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ হেড্ মাষ্টার, জর্জ্জ ইন্ষ্টিটিউশন্, বগুড়া।
"	"	শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবনবিহারী কুণ্ডু জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	কবিরাজ শ্রীনীলরত্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্যাল	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ডাঙ্গারগড়, বি, এন্ রেলওয়ে।
"	"	শ্রীমহীতোষ সাহা ঐ ঐ।
শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত	"	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র প্রামাণিক কেদারপুর, বি, এন্ রেলওয়ে।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল কোল কোং, ঝরিয়া, ই, আই, আর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ হেড্ পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল, রাণীগঞ্জ।
শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীগোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক—সাহিত্যসভা, লাউপুর স্কুল।
"	"	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এ লাভপুর।
"	"	শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, এড়োয়ালী।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তি এম্ এ কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত বি এ, বি টি বালেশ্বর।
শ্রীহরকিঙ্কর দাস	"	দেওয়ান আবদুল হামিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীকালীকিশোর দাস শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত কানুনগো, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ইন্দেশ্বর, শ্রীহট্ট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটর্ণি সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭২।৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর।
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম এস্ ১৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	এস্ সি মুখার্জ্জি স্কোয়ার, বালীগঞ্জ।
"	"	শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলরাম দে ষ্ট্রীট।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল্ কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ হরিরামপুর পোঃ, গ্রাম পাহাড়পুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বারিকানাথ সরকার দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম চকউজ্জান, রাজসাহী।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	„	শ্রীঅভয়কুমার ঘোষ এম্ এ আঠারবাড়ী ষ্টেট্, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী বারাণসী।
„	„	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরজনীকান্ত দাস ১৭-১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর, সাদার্ণ ডিবিশন, পুলিশ কোর্ট।
„	„	শ্রীমৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় ছাপরা।
„	„	মৌলবি আলি হোসেন কাননগো, গোরাবাজার, বহরমপুর।
শ্রীহরিনাথ ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, হুগলী।
শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করটীয়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীআশুতোষ রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীবসন্তকুমার রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
„	„	ডাঃ শ্রীজ্ঞানদামোহন সাহা এল্ এম্ এস্ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ করটীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মগমা কলিয়ারী, মানভূম।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসোমনাথ রায়	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	"	শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
মৌলবী আবদুল করিম	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
শ্রীসোমনাথ রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশচীপতি রায় সবরেজিষ্ট্রার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহরিচরণ সেন বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ঢাকা।
"	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার বরিশাল।
"	"	শ্রীরাসবিহারী সেন পণ্ডিতসার, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বরিশাল।
”	”	শ্রীনিরঞ্জন সেন বি এ কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর।
”	”	শ্রীশ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্ এ রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন বি এল উকীল, ময়মনসিংহ।
”	”	কবিরাজ শ্রীলালবিহারী মজুমদার মালদহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ধারয়ার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীদীতেশচন্দ্র রায় এম্ এ ৪৭ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীমেঘনাথ সাহা এম্ এ ৯২ অপার সারকুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ।
”	”	এন, সেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীমন্মথনাথ রায় ৫ কলেজ স্কোয়ার।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ দারভাঙ্গা।
”	”	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ আরল্ হোষ্টেল, বাঁকীপুর।
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, রেঙ্গুন।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় ২৮ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় নান্দাস, ইসাবপুর পোঃ, বগুড়া।
"	"	ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসারদাকান্ত গোস্বামী ঐ ঐ।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	"	শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীগোষ্ঠমোহন বসু বি এল্ ১৯ ছকু খানসামার লেন।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ চীফ্ সেক্রেটেরিয়েট্ অফিস্, রেঙ্গুন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেন, বেলেঘাটা।
শ্রীযদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	"	মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী জমিদার, কোটালপুকুর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
"	"	শ্রীসারদাচরণ দত্ত বেনাবাগান, দেওঘর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	রায় বাহাদুর শ্রীহারাণচন্দ্র দেব কাণপুর জজ কোর্ট।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, পরমিটঘাট, কাণপুর।
"	"	শ্রীপ্রয়াগচন্দ্র মিত্র, উকীল সিভিল লাইন, কাণপুর।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্যারেড, কাণপুর।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেমিষ্ট, এগ্রিকালচার কলেজ, কাণপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র দাস এম্ এ, এম্ ডি ১৪১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল ৪৩।২ এ বেণেটোলা লেন।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ৭১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী	”	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি রাঁচী।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	”	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬।৩ ফকীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট।
”	”	এন্, আর চাটার্জ্জি ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন।
”	”	এ, কে ব্যানার্জ্জি স্কোয়ার ২০ চুনাপুকুর লেন।
”	”	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি এ পুষা, মজঃফরপুর।
”	”	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল এম্ এ গণিতাধ্যাপক, সি, এম্ এস্ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল জমিদার, হুগলী।
”	”	শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ আঁটপুর, হুগলী।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	”	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি এ ১৬৪।১।১ রসারোড, সাউথ, ভবানীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	”	শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বি এ ডেপুটি ম্যানেজার, হাওড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১ গোয়াবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ২৩ নেবুতলা লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ	„	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত, মগরা হাট এইচ্, ই স্কুল, মগরাহাট।
„	„	শ্রীগিরিজাভূষণ মণ্ডল, উকীল, ডায়মণ্ডহারবার।
শ্রীরামযাদু ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীকান্ত রায় বি এ বিহার ও উড়িষ্যা রেভিনিউ বোর্ডের হেড এসিষ্টাণ্ট, বাঁকীপুর।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ৫ঠা পৌষ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষ্যে শোক-সভা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
„ মণীন্দ্রনাথ সিংহ শর্ম্মা
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
গিরিজাপ্রসাদ বসু

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ পান্নালাল মুখোপাধ্যায়
„ অজরচন্দ্র সরকার বিদ্যাবিনোদ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
„ সুরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী
„ কিশোরীমোহন গুপ্ত
„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভড়
" ননীগোপাল দে
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" সমন পুরানন্দ স্বামী
" বিজয়লাল দত্ত
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়
" অতুলচন্দ্র লাহিড়ী
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" আনন্দকুমার দাস
" বিনয়ভূষণ রক্ষিত
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
" অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" ননীগোপাল মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ
" সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
" গিরীন্দ্রনাথ সেন
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" আনন্দচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন
" পূর্ণচন্দ্র সেন
" শিশিরকুমার ভাদুড়ী
" শিশিরকুমার দে
" ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" এস্ এন্ রায়
" ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি
" গিরিজাকুমার বসু
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ
" বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" বাণীনাথ নন্দী
" মতিলাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" কালিদাস নাগ এম্ এ
" মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল
" রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী
" পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র
" শরৎলাল বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ বি এ
" কালীচরণ মিত্র
" কালীকুমার বসু
" সুরেন্দ্রনাথ সেন
" প্রভাসচন্দ্র দে
" লাডলীমোহন মিত্র এম্ এস্‌সি
" গিরীশচন্দ্র দত্ত
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" এ সি সিংহ
" জে সি ভট্টাচার্য্য
" প্রভাসচন্দ্র বসু
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মহেশচন্দ্র রায়
" রবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র
" ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" অমূল্যচন্দ্র রায়
" দেবেন্দ্রনাথ রায়
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মৃণালকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্ম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন,—সুসঙ্গ-রাজবংশ বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন। দিনাজপুর, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় সুসঙ্গ-রাজবংশও বহু প্রাচীন। ইঁহাদের মহারাজা উপাধি পুরুষানুক্রমিক। সুসঙ্গ-রাজবংশ সমাজে বহু সম্মাননীয়। স্বশ্রেণীর সমস্ত কুলীন সমাজের সহিত ভোজন ও আদান প্রদান ইঁহাদের চলে। এমন কি, মহারাজ্ঞী নিজেই পরিবেশণ করিয়া থাকেন। রাজা রাম সিংহ এই বংশের মধ্যে একজন পূর্ব্বতন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুসলমান রাজত্বকালে, তাঁহার সময়ে তিনি বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। দ্রাবিড়, ত্রৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের বিচার-সভায় তিনি স্বয়ংই মধ্যস্থের স্থান অধিকার করিতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি শেষকালে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একজন মুসলমানীকে বিবাহ করেন।

কলিকাতার কোন এক সভায় খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু মহাশয় এক দিন সভাপতি ছিলেন। তথায় একজন বক্তা বলিলেন,—ধনীরা এবং ধনীপুত্রেরা যদি সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাহা হইলে বড়ই শোভন হয়। ধনিসম্প্রদায়কে সারস্বত সেবাপরায়ণ করিতে বক্তা বিশেষ চেষ্টা পান এবং উৎসাহান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। ইনিই সুসঙ্গের কুমুদচন্দ্র। তিনি নিজে তাহা করিয়াছিলেন, নিজে আজীবন সারস্বত সেবাপরায়ণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ধনী-সম্প্রদায় যে এক মহারত্ন হারাইয়াছেন, তাহাই নহে, বঙ্গদেশের একটি নক্ষত্রপাত হইয়াছে—বলাও যায়। তাঁহার জন্ত শোক-সভায় যোগদান করিতে পাইয়া আমরা দূরদেশবাসী হইয়াও বিশেষ গৌরবান্বিত। তাঁহার জন্ত শোক-প্রকাশ সকলেরই উচিত। আপনারা যথোপযুক্তভাবে তাঁহার জন্ত শোক প্রকাশ করুন ও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় যত্নবান্ হউন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্র আমাদের দেশের লোক, এক জেলানিবাসী। তিনি বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, অগ্রগণ্য জমিদার, বংশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বিদ্বৎসমাজে তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ অভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। আমি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিব। মহারাজা কুমুদচন্দ্র ১২৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজি জুন, ১৮৬৬ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৩ সালের ১০ই আশ্বিন ইংরাজী ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনকাল পূর্ণ ৫০ বৎসর। চরিত্র—তিনি প্রাচীন বি. কোর্সের বি এ ছিলেন। ডাক্তার বসুর সহিত তিনি বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে ও কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় প্রকার সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পর ১২৯৭ সালে ১৭ই পৌষ কুমুদচন্দ্র সুসঙ্গের রাজা হন। এই সুসঙ্গরাজ ইতিহাসে সামন্ত অর্দ্ধস্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য ছিল। Permanent Settlementএর সময় হইতে ইঁহারা জমিদার। লর্ড রিপণের সময়ে ১৮৮৪ খৃঃ সুসঙ্গ-রাজ বংশানুগত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কুমুদচন্দ্রের পিতা এই উপাধি পান। কুমুদচন্দ্র বংশগত হিসাবে ১০০ জন Armed Retainer এর অধিকার, দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতির ছাড় এবং গবর্ণমেণ্টের Private Entry অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি Patriot ছিলেন, কিন্তু Politics বা রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন না। তিনি রাজনৈতিক সভায় যোগদান না করিয়াও দেশের বহু কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিতেন। বিধবা, অন্নহীন-বালক ছাত্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি বহুতর লোককে বৃত্তিদান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতে স্বদেশী শিল্পের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন। এজমালির ম্যানেজার থাকিলেও তিনি নিজে প্রজাদের সন্ধান লইতেন এবং স্বকর্ণে তাহাদের আবেদন শুনিতেন ও যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিদেশীয় ভোজে কখনও যোগদান করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি High regard পাইয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তত্রাচ সমাজ-সংস্কারে বিশেষ আস্থা ছিল। স্বীয় শ্রেণীর ৮টি পটীকে একত্র মিলাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জাতীয়-ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ময়মনসিংহে তিনি মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দেশের লোক বলিয়া আমি গৌরবান্বিত। তাঁহার গুণাবলী-সম্বলিত বিস্তৃত জীবনী আপনাদের অনুমতি হইলে আমি লিখিতে চেষ্টা করিতে পারি। (সুসঙ্গ-রাজবংশের অনেক কিম্বদন্তী এই স্থানে চৌধুরী মহাশয় বিবৃত করেন।)

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের দুইটি গুণ ছিল। তিনি সকল সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি উর্দ্দুও জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। গরীব দুঃখী, বড় লোক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান, মৌলভি, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া আমার বাসায় গিয়া কত দিন আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কখন 'তুমি' ছাড়া 'তুইরে' বলিতেন না। ইহা বড় সামান্য গুণের কথা নহে। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরল, স্বাধীন, আদর্শ মানবের গুণ মহারাজ কুমুদচন্দ্রে ছিল। আমি নিজে তাহা অনুভব করিয়াছি। বারেন্দ্র-সমাজের অগ্রণী "উদয়াচল" বলিয়া তাঁহার বংশ বিখ্যাত—আজ উদয়াচলের ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, এইরূপ সাধু, রাজপুরুষের অকাল-মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রে নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সহিত সরলতা ও বিনয় থাকায় একটা অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাকে সমানভাবে আদর করিতেন। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই বিশেষ অধিবেশন হওয়াই ইহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা মর্ম্মাহত। তিনি যখন সে দিন কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে গমন করিবার প্রস্তাব করেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই বিদায় আমাদের সহিত শেষ বিদায় হইবে, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। অদ্য আমার সেই কথা স্মরণ হইয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতেছি। কুমুদচন্দ্র পুরাতন বংশের বংশধর। আভিজাত্যে, বিনয়ে, বিদ্যায় তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। এমন আদর্শের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা দেশের প্রত্যেকের উচিত।

পরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—মহারাজার

বিনয় অসাধারণ ছিল। এই বিনয় থাকা প্রযুক্তই তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মত মহারাজের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত।

তারপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। শোকে প্রপীড়িত হইয়াও তিনি কাতর অবস্থায় সত্য ও কর্ত্তব্যের পালনে অটল ছিলেন—আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজে পরম হিন্দু ছিলেন; সেই সঙ্গে অপরকে হিন্দু-আচার রক্ষণশীল দেখিলে নানা উৎসাহ দান করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যত্নবান্ দেখিয়াছি। এই দুইটি অনুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়া পরলোকগত মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যেমনটি যায়, তেমনটি পাওয়া যায় না। আজকাল বড় বংশের মান-সম্ভ্রম, মর্য্যাদা বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ—Tradition of the Family বজায় রাখা বড় শক্ত। কুমুদচন্দ্র স্বীয় শ্রেণীর আট পটীর মেলনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বিনয় ভিন্ন মহৎ হওয়া যায় না। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহে বিনয় যথেষ্ট ছিল। পদমর্য্যাদা-জনিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে কোন সমাজের নেতা হওয়া যায় না। তাঁহার সে বোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—পাখী, ঘোড়া, মণিমুক্তা, এ সকল চিনি—কিন্তু মানুষ চিনি না। তিনি চমৎকার ভাবে সকলকে বাগিয়ে আনিতে পারিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির জন্য পিতা পিতামহের ও বংশের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া এই দারুণ পীড়া লইয়াও দেশে যাইতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকালকার কালে জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দেশপ্রীতি বিরল। স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে মৃত ব্যক্তির নানা গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণগুলি জীবিত রাখা কর্ত্তব্য। পরিষৎ মহারাজার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিয়া ভালই করিয়াছেন। সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনায় নেতৃত্ব করিতে মহারাজের মত দ্বিতীয় যত্নশীল ব্যক্তি পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অদ্যকার সভাপতি হওয়ায় বড়ই শোভনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সহিত আমরা সভাপতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম ছাত্র। তিনি মহারাজা হইলেও চিরউদার এবং উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। নানা বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান রাখিতেন এবং অনুসন্ধিৎসুকে বলিয়া দিতেন। ময়মনসিংহের বক্তৃতা কেমন সুন্দর হইয়াছিল। তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া জাতি গৌরবান্বিত; তিনি জাতির অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা বিশেষ

দুঃখিত। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার অভাবজনিত শোকে আমার পক্ষে ভ্রাতৃশোকের স্থায় লাগিয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (প্রস্তাব কয়টি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শেষে সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, আমরা নিম্নলিখিত সদস্য মহাশয়গণের নিকট হইতে অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতিজ্ঞাপক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি (১) রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, (২) মহারাজা সার গিরিজানাথ রায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রথম প্রস্তাব,—

প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা, লোকপ্রিয় স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদের শোকে ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কি ভাবে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব,—

এই শোক-সভায় গৃহীত মন্তব্যগুলির অনুলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

২৩শ বার্ষিক, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। নূতন নিয়ম গঠন প্রস্তাব— "যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোনও কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।" এই নূতন নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৬। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলিরিট নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মান্যবর বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এখন এত রাত্রে অদ্যকার সকল আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রবন্ধাদি আগামী অধিবেশনে পঠিত হইলেই ভাল হয়। অদ্য কেবল গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট যাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব, ইচ্ছা করিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় আমি আপনাদের নিকট কিছু বলিব। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। যদি শরীর সুস্থ থাকে, শীঘ্রই সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।

তিনি নূতন সভ্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদিগকে আনন্দের

সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই অনেক নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং প্রায় তিন শত টাকা আয়ও বাড়িয়াছে। আমি ভরসা করি, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই, পরিষদের মঙ্গলের জন্ম চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে এবং ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া, মন্দিরের মধ্যে জেদ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের মধ্যেই মত-ভেদ হয়। কিন্তু সেই মতভেদকে মনান্তরে পরিণত করা উচিত নহে। আর মতভেদ হইলে রাগ করাও অনুচিত।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ, নূতন সদস্য নির্ব্বাচন এবং পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তাহার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—আমরা আমাদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয়কে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়াছি এবং আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এখন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য সভাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেছি না। তাঁহার বাক্য আমাদের পক্ষে আদেশ; কিন্তু আমরা তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিতেছি কৈ? পূজার এক মাস পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্য-গণের নিকট, পরিষদেরই মঙ্গল ও উন্নতির জন্য, কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও আমরা তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেই নাই। তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধির আশায়, বাহিরের লোকের নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় নূতন নিয়ম গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিনি বলেন যে, আপনাদের সম্মুখে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়েরই উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁহার মত না থাকায়, তিনি ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইতেছে। ইহা বলিয়া হেমবাবু প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোন কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।"

প্রস্তাব পাঠ শেষ হইলে, হেমবাবু নিম্নলিখিতরূপে বেতন, এ্যালাউন্স ও কমিশনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেতন মানে—মাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা। এ্যালাউন্স মানে—সময়মত কার্য্য করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করা। ইহা কতকটা পেন্সিয়ানের ন্যায়। কমিশন মানে—আদায়ী টাকার উপর শতকরা, হাজার-করা কিম্বা প্রতি টাকায় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। এডিট্ মানে—কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা।

অতঃপর হেম বাবু বলেন, যখন পরিষদের শৈশব ও বাল্য অবস্থা ছিল, যখন পরিষৎ কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বেতন, কমিশন, এ্যালাউন্স অথবা এডিটিং ফি, কোন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অথবা কোন কর্ম্মকারককে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখন এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি পরিষদের জন্য খুবই কাজ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এ্যালাউন্স দেওয়া হইত। পরিষদের এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা বিনা পয়সায় পরিষদের সেবা ও কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ্যালাউন্স আদি না দিয়া, যখন কার্য্য করিবার লোক আমরা পাইতেছি, তখন উহা কেন দিব? বিশেষতঃ যদি কোন কর্ম্মকারক অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন, তবে অনেক সময় আবশ্যক হইলে এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সম্পাদক, কি সভাপতির বিপক্ষে কোন মত দিতে পারেন না এবং তিনি সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতির কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। এ্যালাউন্স আদি গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। সে কারণ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। দুই শ্রেণীর সভ্যের দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে; যথা—Ex-officio এবং সাধারণ সদস্য। সকল সভা-সমিতিতেই আমার এই প্রস্তাবের সমর্থক নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর নিয়মাবলী আরও কঠিন। যদি কোন লোক এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে বেতন প্রাপ্ত হয়েন বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে মূল প্রস্তাব এবং হেম বাবুর বক্তৃতার সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল, তখন ইহার পক্ষে ৯টি এবং বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। কিন্তু এই সাত জনই সাহিত্য-পরিষদের গঠনকালে ইহার ধাত্রীস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমি একজন। যাঁহারা হাতে করিয়া এই সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ ভাবে ও যে প্রকার প্রাণের টানে পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা যতটা স্বাভাবিক, ততটা আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা যে বস্তুকে হাতে করিয়া গড়ে, তাহাদের সেই বস্তুর উপর মমতা অধিক হয়। সে বস্তুকে তাহারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু মনে

ভাবে। আমরা যাহারা সাহিত্য-পরিষদের ধাত্রীয় কার্য্য করিয়াছি, তাহারা কেহই ত এক দিনও এরূপ কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই, যে জন্য অদ্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং মনে হয়, ঐ ভাবে কার্য্য চালাইলে, সাহিত্য-পরিষদের ক্রমেই উন্নতি হইবে। হেম বাবু ৺ব্যোমকেশ বাবুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যখন সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম, তখন তিনি (৺ব্যোমকেশ মুস্তফী) বেতন গ্রহণ করিয়াও আবশ্যক হইলে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করিতেন। হেমবাবুর এই প্রস্তাবের মূলে ব্যক্তিগত কটাক্ষ রহিয়াছে। আমি অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি যে, এই প্রকার ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে যোগদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদের সমর্থন করেন। বক্তা বলেন,—শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে "জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের" উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে স্থানে আমরা চাকরী করি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিয়া থাকেন। সেখানে আমরাও যেমন ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহারাও সেইরূপ। আবশ্যক হইলে হীরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হেমবাবুর প্রস্তাবিত এই নূতন প্রস্তাবটি গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,— এই নূতন প্রস্তাবের যিনি প্রস্তাবক, তাঁহার কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলেন যে, আমি যখন "জুলোজিক্যাল গার্ডেনের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলাম, তখন কার্য্যকরী সমিতিতে আমিও মেম্বার ছিলাম। আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষেও ভোট দিতাম। যখন কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য কিম্বা বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান্। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুদ্বয় যে সকল যুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিবাদের অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান করিলে যেমন কালীপ্রসন্ন বাবু ও বিজয় বাবুর সপক্ষে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপে শ্রীযুক্ত হেমবাবুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। অধিকাংশ সভা-সমিতির সদস্যবর্গ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি ভরসা করি, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবটি যাহাতে অদ্যকার সভায় গৃহীত হয়, আপনারা সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজি আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমি আজ ২৩ বৎসর পরিষদের সহিত লিপ্ত আছি। পরিষদের নানা বিভাগে আমি কার্য্য করিয়াছি এবং এখনও কার্য্য করিতেছি। মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র, শারীর অসুস্থতার জন্য বিশেষভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে পারি নাই। আজি আমাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আমার দুঃখ ও অভিমান নাই এবং তাহাতে আমি অপমানও বোধ করি না। পরিষৎ আমার বড়ই প্রিয়। আমি ঝাড়ুবরদার হইতেও রাজী আছি। গত বৎসর আমি সহকারী সম্পাদক হইতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। অর্থাৎ আমার কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার দ্বারা পরিষদের কোন কাজ করাইয়া না লইয়া আমাকে আপনারা পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহেন।

কিন্তু এই দুঃখের উপরেও আজি আমি বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমার বন্ধুবর্গ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যখন সম্পাদক ছিলাম, তখন হেমবাবুর ন্যায় সহকারী সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়া, আমি অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আজি আমাকে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে।

সকল কার্য্যেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরিষদের কার্য্য ভালভাবে চলিবে না। আমার মনে হয়, এ সকল কার্য্যে আইন-কানুনের জবরদস্তি করা উচিত নহে; এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।

পরিষদের কর্ম্মীর অভাব; কার্য্যের অভাব নাই। যাঁহারা বিনা বেতনে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের অনেক উপকার করিতে পারেন। আমি জানি, জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশিকার একটি টাকা দিয়া, ৩।৪ মাসের মধ্যেও সভ্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি কর্ম্মীর অভাবের জন্য নহে? পরিষদে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

প্রস্তাবিত বিধি সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত হইলেও এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় তিন মাস পূর্ব্বে এই পরিষদের জন্য কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ৺ব্যোমকেশের মত বা তত্তুল্য কোন ব্যক্তিকে সভ্য রাখিয়া এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি? শুনিতেছি, লোকের অভাব নাই, কিন্তু কাজ ত কিছুই হইতেছে না। এককালে আমার এমন ক্ষমতা ছিল, যখন নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য্য করিয়াছি। দশ, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছি। কালক্রমে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন যদি পরিষৎ

আমাকে কিছু কিছু কমিশন দেন, আমি তাহা লইতে রাজী আছি এবং তাহাতে আমার অপমানই বা কি আর আপনাদের তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?

আমি সামান্য স্কুল মাষ্টার। আমি যেখানে কার্য্য করি, সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-ভার এখন একটি পরিচালন-কমিটীর উপর ন্যস্ত। সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-কমিটী, কয়েক জন অবৈতনিক ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সমবায়ে গঠিত। আমি তন্মধ্যে একজন। কৈ, তাহাতে তো আমাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না? আমাদের দ্বারা কখনও কোন কার্য্যের ত্রুটি হইয়াছে বা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কলেজের Founder মহাশয় কখনও এরূপ কথা বলেন নাই। পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিবার জন্যই আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।" কিন্তু তিনি এ কথা কোথায় পাইলেন ? আমি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না। হীরেন্দ্র বাবুর এইরূপ বলা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, আমি এক্ষণে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমার প্রথম চিন্তা এই যে, অতঃপর আমার সভাপতি থাকা উচিত কি না। কারণ, কোন কোন সভ্য যখন কাহাকে কাহাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি তাঁহাদের গুরু হইয়া কি বাদ পড়িব ? তাই ভাবিতেছি, অতঃপর আমার স্থান কোথায় ?

দ্বিতীয়তঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, পরিষৎ আমাদের দেশের দেশী সভা। এখানে কোন বিদেশী আদর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিষদে যে সমস্ত পুস্তক ছাপা হইয়া গুদাম-জাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে কার্য্য হইতেছে না। সুতরাং সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখন রাত্রিও অনেক হইয়াছে। এখন ইহা শেষ করা উচিত। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নহেন, এমন কেহ যদি এই সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ভোট দিবেন না। আমি প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে যাঁহাদের মত আছে, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষ মতাবলম্বীদিগের ভোট গ্রহণ করিব।

সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর কি ভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন হেমবাবু বলেন যে, আপনি অনুমতি করিলে, ভোটদাতারা

আপনার সম্মুখ দিয়া, হলের দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আপনি ভোট-গণনা করিতে পারেন। তখন এই ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে, এই উভয় দলের ব্যক্তিগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৭ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন ভোট দিয়াছিলেন। বিপক্ষে এতদতিরিক্ত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদের ভোট লওয়া হইল না। ইহার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত নূতন সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্ উকীল, ছোট আদালত, ৯০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীহরেকৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী "বিরক্ত-মন্দির", ভরতপুর, রাজপুতানা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজীবানন্দ মল্লিক অপার ফ্ল্যাট, ইষ্ট এণ্ড, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক, বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর রাজবাটী, হেতমপুর, বীরভূম।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	"	শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য গ্রাম ধনৈল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৪১এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীললিতকুমার নিয়োগী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবিনোদবিহারী রায় একাউন্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, নং ১, কলিকাতা ডিবিসন।
"	"	শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, ভট্টাচার্য্য কামানপুর, চাকদহ, নদীয়া।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	"	শ্রীঅভয়চরণ রায়, এটর্ণি ২৮ জেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার, কলিকাতা।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার ১৩।৩ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীলালবিহারী বসু ২০ জগন্নাথ দত্ত লেন।
"	"	শ্রীরঘুনাথ দত্ত ৫ জগন্নাথ দত্ত লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমিয়নাথ রায় বি এ ৮ ভুবনমোহন সরকার লেন।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ অফিসিয়েটিং মুন্সেফ, মুন্সী হাউস, বরাহনগর।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমীদার, টাকী।
"	"	শ্রীহিরণকুমার ঘোষ, জমীদার ঘোষবাবুর বাটী, টাকী, ২৪ পরগণা।
"	"	রায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, জমীদার, টাকী, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু, জমীদার টাকী, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দাস চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার আফিস, শিলং, আসাম।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র or P. C. Mitter Esqr. E. A. Superintendent. Survey of India. Camp Dibrugarh, Assam.
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীক্ষীরোদবিহারী সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত C/o কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র মৈত্র এল্. এম্, এস্ Asst. Surgeon, Juvenile Jail, Alipur. C/o শ্রীসতীশচন্দ্র মৈত্র, এসিষ্টাণ্ট জেলার।
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত	"	শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত, জমীদার বৈষ্ণপুর গ্রাম, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীশরৎকুমার দত্ত, সেক্রেটারী জে. আর, সমিতি, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধনরক্ষক নারায়ণপুর সমিতি, নাতাডাঙ্গা, পোঃ নদীয়া।
"	"	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তা	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সাবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৪৩ মোহন বাগান রো, রাউজান, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু হরিঘোষের ষ্ট্রীট্

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমনাথ রায় Teligraphist, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস, কলিকাতা।
"	"	শ্রীউমানাথ রায় সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৩৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ২০ জোড়াপুকুর স্কোয়ার।
"	"	শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এস্, আর, দাস, ব্যারিষ্টার ৮ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
"	"	জি, সি, মণ্ডল ৯৩।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
	"	শ্রীযামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩।১ আপার সার্কুলার রোড।
"	"	এস্, এম্, বসু ৯৩ আপার সার্কুলার রোড।
"	"	মিঃ ভৌমিক টেলিগ্রাফ ষ্টোর্স।
"	"	শ্রীঅনন্তনাথ মিত্র সাবজজ, গয়া।
"	"	জে, এন্, রায় আই, সি, এস্, হাজরা রোড।
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাইয়া গোপাল নগর, মথুরাপুর পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার ভগবতীপুর, ঘাটেশ্বর পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীপশুপতি হালদার দৌলতপুর, ফলতা পোঃ, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, মড়িগঙ্গা লাট, মড়িগঙ্গা, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার হরিণডাঙ্গা, ডায়মণ্ড হারবার পোঃ, ২৪ পঃ।
মহম্মদ শহীদুল্লাহ	"	শ্রীযদুনাথ বসু বি এল্ বসিরহাট, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল্ ঐ ঐ
"	"	শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ ঐ ঐ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহু "গোবিন্দ আশ্রম", পটাশপুর, মেদিনীপুর।
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীসুনীতিকুমার পাল ২১।১ রামমোহন সাহার লেন।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি এল্ সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১। স্পন্দকারিকাঃ
	২। শিবসূত্রবার্ত্তিকং
" রাধানাথ পতি	৩। কেশিয়াড়ী
" কালীহর বিদ্যালঙ্কার	৪। ঈশানমিশ্রবংশম্
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৫। আর্য্য-সমাজ-সংস্করণ
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৬। ভদ্রকালী গ্রামনিবাসী মৃত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৈরব-কথা
" ডাঃ অমৃতলাল সরকার	৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science for the year 1914.

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Printing	৮। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, September 1916.
Secretary, Smithsonian Institution	৯। Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915.
Do	১০। Dynamical Stability of Aeroplanes.
Do	১১। Sources of Nitrogen Compounds in the United States.
Do	১২। Smithsonian Miscellaneous Collection Vol. 65.
Do	১৩। Cambrian Geology and Paleontology.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book Depot.	১৪। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Supdt. Govt. Printing, India	১৫। Patent Office Journal, July to September, 1916.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book-Depot	১৬। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1916.
Agricultural Adviser, Govt. of India, Pussa	১৭। Report of the Agricultural Research Institute and College, Pussa, 1915—16.
শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৮। A rough sketch of the antecedents, family history, official career and loyalty etc. of Sati Prosad Sen, 1915.

২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫শে পৌষ, ১৩২৩, ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭॥০টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি (সভাপতি)

রাজা " রবীন্দ্রনাথ রায়

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

" কালিদাস নাগ এম্ এ

" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" পান্নালাল বাকলীওয়ালা দিগম্বরীয় জৈন

" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ

" কালীচরণ মিত্র

" স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ

" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

" বাণীনাথ নন্দী

" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

" সূর্য্যকুমার পাল

" ভোলানাথ কোঁচ

" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের 'বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন," (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য", (গ) শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসংগীত ও কবিতা"। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক "স্ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ—৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সুসঙ্গের মৃত মহারাজার শোক-প্রকাশার্থ গত ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নূতন কয়েক জন সদস্য যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিগ্রহপালদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলের দণ্ডভ্রাহেশ্বর সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুল্য, ২ দ্রোণ, ⋯২ উন্মান এবং ৩ কাকিনী পরিমাণ ভূমি ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্রোড়াঞ্চি ও মৎস্যাবাসবিনির্গত ছত্রাগ্রামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেব শর্ম্মার পুত্র, সামবেদীয় কৌথুমী শাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিৎ খোদ্দুল দেবশর্ম্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিয়া দ্বাদশ রাজ্য-সম্বৎসরের চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম পড়িতে পারা যায় নাই। পোসলীগ্রামবাসী মহীধর দেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী কর্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ডাক্তার কীলহর্ণ এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তির গদ্যাংশের পাঠ পূর্ব্বে উদ্ধার হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"পালবংশের ইতিহাস" রাখালবাবু ইংরাজীতে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর মেমোয়ার্সে (Memoirs) উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত পালবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। রাখালবাবুই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম শুনাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রাখাল বাবুকে এই মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

(খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গালা শব্দকোষের ৪০টি শব্দের বুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু অধিকাংশ স্থলেই কষ্ট করিয়া শব্দের মূল নিরূপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সহজে শব্দগুলি সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটির কতকাংশ আমরা শুনিলাম। বাকীগুলি এইরূপই। মন্তব্যটি সুন্দর হইয়াছে। এখন আপনারা আলোচনা করুন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ অন্যান্য খণ্ডেরও আলোচনা পণ্ডিত মহাশয় করুন এবং যে অংশটি শেষ করিয়াছেন, উহার সম্যক্ পর্য্যালোচনার জন্য যোগেশ বাবুকে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। কারণ, আমরা বেশী শব্দগুলিই প্রাকৃত বলিয়া অনুমান করি।

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—উর্দ্দু ভাষায় "কুরী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হিসাবে জাতিবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কথাটির অর্থ উর্দ্দুতে বাগ্‌দত্তা কন্যা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি পরিশ্রমের সহিত লিখিত, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত হইয়াছে। আমি প্রবন্ধকারের মতের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধোক্ত গ্রাম্য কথাটা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। "গ্রাম্য"-কথাটা একটি দোষ ব'লে মনে করি, এই গ্রাম্য কথার বিপরীতে কি "সহুরে কথা" হইবে?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বেশী ভাগ শব্দই যে "প্রাকৃত" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। প্রাকৃতও আছে এবং অন্য ভাষা হইতে পরিবর্ত্তিত শব্দের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শব্দকোষের সম্পূর্ণ অংশের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যোগেশ বাবুর নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। "গ্রাম্য" শব্দটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে "অসংস্কৃত" শব্দ অর্থাৎ যাহা সাধু শব্দ নহে।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "দ্বিজ রঘুরামের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় সতীশ বাবুকে এই পুথি সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "পল্লী-সংগীত" নামক প্রবন্ধের সারাংশ নলিনীবাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের জন্য জীবেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক চট্টগ্রাম পটিয়া সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি হইতে গ্রাম্য-সংগীত, কবিতা, হেঁয়ালী, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে সকল গান করে, তাহার নাম "ভোর"। প্রবন্ধের প্রথমে এই "ভোর"-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর কৃষকেরা মিলিয়া "ভোর" গাহিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গানও ইহাতে আছে। ইহার পর কয়েকটি প্রেম, বৈরাগ্য, শিব ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, শোভার বিবরণ ও তামাকের বিবরণ প্রভৃতি আরও অনেক গান ইহাতে আছে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক "স্ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শিত হইল। "স্ফেলেরিটে" Zinc দস্তা বেশী পরিমাণে আছে। Dehra-Dun পালোওয়াতে যমুনার তীরে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

শোক-প্রকাশ ;—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি পরিষৎ মন্দিরে রাখা উচিত। স্থির হইল যে, প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হউক। তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতিনিধিকে পত্র প্রেরিত হউক। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শরৎবাবু স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। Collegeএ এফ্ এ পর্য্যন্ত এবং Civil Engineering Collegeএ কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাস, উকীল মহাশয়কে রহমৎগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঠিকানায় শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ইহার জন্য বিশেষ শোক-প্রকাশক অধিবেশন করা উচিত। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারমর্ম্ম,—

গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথ কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও, তিনি যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পারা

যায়। ১২৪৩ সনে লিখিত একখানা পুথির শেষে লেখা আছে যে, এই পুথি ১২২২ সনে লিখিত পুথি দেখিয়া নকল করা হইল। সুতরাং কবির জীবিতকাল যে, ইহারও কিছু পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই পুথিখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সুরলয় সহযোগে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের পুথির পাঠই সকল স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুথিখানি মনসার ভাসানের ন্যায় পূজার সময় সুরলয়-যোগে গীত হইয়া থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। প্রবন্ধ-লেখক ইহার দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন; একখানির লিপিকাল ১২৪৩, আর এক-খানির লিপিকাল ১২৮৬। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পুথি হইতে এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-নৈপুণ্যে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম পুথি মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুথি-খানির পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt, Govt Printing, India.	১। Annual Report of the Archæological Survey of India, Part I, 1914-15.
Curator, Dacca Museum.	২। The Second Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March, 31st, 1916.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ
„ সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪। শান্তি
„ মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৫। হিতবাণী
	৬। মুরজ-মুরলী
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৭। বাঁকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ চিত্তরঞ্জন দাশ	৮। ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৯। বীরভূম-বিবরণ, ১ম খণ্ড
„ পান্নালাল জৈন	১০। ভাষা হরিবংশপুরাণ (হিন্দী)

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার ১৮ গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রীট্, ঢাকা।
ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় স্বর্ণগ্রাম টি এষ্টেট, শালগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কেলনার কোং অফিস, বাঁকীপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, কণ্ট্রাক্টর বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীষষ্ঠীদাস মল্লিক দিনাজপুর।
"	"	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রাম, যাদবপুর পোঃ, যশোহর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, পোঃ বেনাপোল, যশোহর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন উপাধ্যায় বোধখানা, অমৃতবাজার পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীআশুতোষ দত্ত কর্ম্মকার দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বসন্তপুর, যাদবপুর, যশোহর।
"	"	শ্রীগণেশ দাস ম্যানেজার নবাবস্থান বোর্ডিং, বাঁকীপুর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরেবতীমোহন বসু ৫৩ গোয়ালনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ৩২ গ্রে ষ্ট্রীট।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	রাজা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় পোড়গাছী, পুড়া, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু আড়বালিয়া পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীআনন্দকুমার চৌধুরী, উকীল, বেনারস সিটি।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্ এ, বি এল উকীল,চাঁদমারী, দার্জ্জিলিং।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮৩ অপার সাকুলার রোড।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" বাণীনাথ নন্দী
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
" অবনীমোহন বসু
" যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিএল,
" ললিতমোহন নিয়োগী
" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" চণ্ডীদাস মজুমদার

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" পান্নালাল মল্লিক
" পুলিনবিহারী দত্ত
" অমৃতলাল মজুমদার
" বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
" সতীজীবন মুখোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ মিত্র
" প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" নিখিলনাথ রায় বি এল্
" যতীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" সন্তোষকুমার লাহিড়ী
" হরিমাধব চট্টোপাধ্যায়
" ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" কুঞ্জবিহারী মণ্ডল

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
" যোগেন্দ্রনাথ পাল
" চণ্ডীচরণ চন্দ
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
" নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
" ভূতনাথ দত্ত
" ননীগোপাল মজুমদার
" মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
সুরেন্দ্রনাথ কুমার (সহঃ সম্পাদক)

বিশেষ শোক-সভা

২৯শে মাঘ ১৩২৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন যে, এই সভায় এমন দুই এক জন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন। আপনারা তাঁহাদের নিকট ৺দাস মহাশয়ের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিবেন। আমি কেবল তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। শোভাবাজার

রাজবাটীতে একটি সভা করিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সর্ব্বদাই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসিতেন।

আপনারা প্রত্যেকেই হয় ত সেই স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তি-যশের বিষয় অবগত আছেন। তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের কৃতী সন্তান ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। আজি বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এহেন কর্ম্মবীরকে অকালে হারাইয়াছি। যাঁহারা বঙ্গের, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা একে একে সবাই চলিয়া যাইতেছেন; ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শোকের কথা।

তিনি তিব্বতে গিয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ ভাষার ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি ও সাজ্জত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট অতুলনীয়। "অবদান-কল্পলতা" নামক মহাগ্রন্থখানি তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ও সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যে কিছু দিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনই পরিষদের মঙ্গল-চিন্তায় বিরত হয়েন নাই। পরিষদের নিয়মানুসারে আমরা তাঁহাকে পুনরায় পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

যে সময় তিনি প্রথম অবদান-কল্পলতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করেন, *সে সময় আমি পরিষদের সম্পাদক ছিলাম।*

অতঃপর সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় ৺দাস মহাশয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ও সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে সভার সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া পরে স্বর্গীয় মহাত্মার কর্ম্মের একটি তালিকা বিবৃত করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—"বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অনুসন্ধিৎসু, পর্য্যটক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশিষ্ট সদস্য, স্বনামধন্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাস মহাশয় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বহু লোক তাঁহার পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে এমন একজন লোক বিরল; ভারতেও এমন লোকের অভাব। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যখন তিনি প্রথম তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তিব্বতীয়